Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

<u>তত্ত্বাবধায়নেঃ</u>

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

<u>জমা দিয়েছেনঃ</u>

সুমাইয়া আক্তার মায়া

রোলঃ 216020445

২৮ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া আক্তার মায়া

রোলঃ 216020445

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "গীবত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া আক্তার মায়া, আইডিঃ 216020445 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

<u>ঘোষণাপত্র</u>

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " গীবত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সুমাইয়া আক্তার মায়া

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ মে, ২০২৪ ইং

সুমাইয়া আক্তার মায়া

আইডিঃ 216020445

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা-

গীবত বা পরদোষ চর্চা একটি কবিরা গুনাহ এবং হারাম কাজ। সমাজে যেসব পাপের প্রচলন সবচেয়ে বেশী তার মধ্যে গীবত অন্যতম। এই পাপটি নীরব ঘাতকের মতো। শুধুমাত্র এই পাপটির মাধ্যমেই শত শত কষ্টে অর্জিত আমল এক মুহূর্তের মধ্যেই অন্যের কাছে চলে যায়। বান্দার অজান্তেই এটা তার নেকীর ভান্ডার নিঃশেষ করে দেয় এবং তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করে ছাড়ে। এটি চুরি-ডাকাতি, সূদ-ঘুষ, যিনা-ব্যভিচার ও মরা মানুষের পঁচা গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক ও নিকৃষ্ট। আল কুরআনে গিবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর হাদিসে একে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক অপরাধ বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হল এই জঘন্য পাপটি মানুষ হরহামেশাই করে থাকে। এটার অসভ্য গ্রাস থেকে আমাদের সমাজ মুক্ত নয়, আমাদের কোন আলোচনা, কোন মজলিস এই জঘন্য পাপ থেকে মুক্ত নয়। আরো আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে আল্লাহর ঘর মসজিদে বসেও অনেকে এই গর্হিত পাপ করতে ভয় পায় না। সমাজের পরিচিত নেককার বান্দাদের মধ্যেও খুব কম মানুষই গীবতের এই নোংরা পাপ থেকে বাঁচতে পারে। নবী-রাসূল ছাড়া পৃথিবীর কোন মানুষই দোষ-ক্রুটি ও ভুলের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু ইসলাম সেই ক্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

এমনকি সেই দোষচর্চা শ্রবণ করাকেও নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন:

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ - هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ - مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ - عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ

অর্থঃ "তোমরা অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় কসম করে, যে লাঞ্চিত। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়।" (কলাম-১০-১৩)

গীবত কি-

কোন ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে যদি তার এমন দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা হয় যা শুনলে সে অসন্তুষ্ট হবে, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় গীবত বলে। যদি এমন দোষ বর্ণনা করা হয় যা সেই ব্যক্তির মধ্যে নেই তবে তা মিথ্যা অপবাদ হিসেবে গণ্য হবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত :১২)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

অর্থ: "দূর্ভোগ প্রত্যেকের , যারা পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।" (হুমাযা-১)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে এর বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

أَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيْلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيْ أَخِيْ مَا أَقُوْلُ ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ.

অর্থ : ‘‘তোমরা কি জানো গীবত কাকে বলা হয়? সাহাবারা বললেন: আল্লাহ্ তা‘আলা ও তদীয় রাসূলই সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে ভালো জানেন। তখন তিনি বলেন: তোমার মুসলিম ভাই অপছন্দ করে এমন কোন কথা তার পেছনে বলা। জনৈক সাহাবী বললেন: আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যেই থাকে তাও কি তা গীবত হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি যা বলছো তা যদি তোমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তা হলেই তো গীবত। আর যদি তার মধ্যে তা না পাওয়া যায় তা হলে তা বুহ্তান তথা মিথ্যা অপবাদ’’। (মুসলিম ২৫৮৯; আবূ দাউদ ৪৮৭৪; তিরমিযী ১৯৩৪)

ইসলামে গীবতের এমন পরিষ্কার বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও আমাদের সমাজে কিছু লোক আছে যাদেরকে অন্যের গীবত করা থেকে বারণ করা হলে তখন তারা বলে, আমি হুবহু কথাটি তার সামনেও বলতে পারবো। তাকে আমি এতটুকুও ভয় পাই না। মূলত তাদের এ ধরনের উক্তি কোন কাজের নয়। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গীবত না হওয়ার জন্য এ ধরনের সাহসিকতার শর্ত দেননি। সুতরাং তার সামনে বলার সাহস থাকলেও তা গীবতই হবে।

একদা ‘আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) স্বাফিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর পেছনে তার শারীরিক খর্বাকৃতির ব্যাপারটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে তুলে ধরলে তিনি তাঁকে বলেন:

لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ، قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّيْ حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا.

অর্থ : ‘‘তুমি এমন কথা বললে যা এক সাগর পানির সাথে মিশালেও তা মিশে যাবে বরং তা বাড়তি বলেও মনে হবে। ‘আয়িশা বলেন: আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এর সামনে জনৈক ব্যক্তির অভিনয় করলে তিনি আমাকে বলেন: আমি এটা পছন্দ করি না

যে, আমি কারোর অভিনয় করবো আর আমি এতো এতো কিছুর মালিক হবো''। (আবূ দাউদ ৪৮৭৫)

আবূ বারযাহ্ আস্লামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

يَا مَعْشَرَ مَنْ آمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ قَلْبَهُ ! لَا تَغْتَابُوْا الْـمُسْلِمِيْنَ، وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنِ اتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللهُ عَـوْرَتَهُ، وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ.

অর্থ : ''হে তোমরা যারা মুখে ঈমান এনেছো; অথচ ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি! তোমরা মুসলিমদের গীবত এবং তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। কারণ, যে ব্যক্তি মুসলিমদের ছিদ্রান্বেষণ করবে আল্লাহ্ তা'আলাও তার ছিদ্রান্বেষণ করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা যার ছিদ্রান্বেষণ করবেন তাকে তিনি তার ঘরেই লাঞ্ছিত করবেন''। (আবূ দাউদ ৪৮৮০)

উপরে যে সব হাদিস উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, কারো সামনে বলার মত দোষ হোক অথবা সামনে বলার মত দোষ না হোক, উভয় প্রকার দোষ বলে বেড়ানোই গীবত।

তাছাড়া যেহেতু আল্লাহ তাআলা তার কোরআন এবং রাসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে এই কাজে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন, তাই নিঃসন্দেহে এই কাজটি আমাদের জন্য হারাম এবং কবিরা গুনাহ। মদ পান, ডাকাতি এবং ব্যভিচার যেমনিভাবে কবিরা গুনাহ, অনুরূপভাবে গীবতও কবীরা গুনাহ। কবিরা গুনাহ হওয়ার দিক থেকে কোনো পার্থক্য

এগুলোর মাঝে নেই। অন্যান্য কবিরা গুনাহর মতোই গীবতও নিঃসন্দেহে একটি হারাম কাজ।

গীবতের প্রকারভেদ-

গীবত প্রথমত ৫ প্রকার ।১. মুসলমানের গীবত ।২. অমুসলিম নাগরিকের গীবত। ৩. জীবিত ব্যক্তির গীবত। ৪. মৃত ব্যক্তির গীবত। ৫. পারিবারিক গীবত

১. মুসলমানের গীবত:

মুসলমানের গীবত করা অকাট্যভাবেই হারাম ।মহান আল্লাহর বাণী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ : মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত :১২)

এই আয়াতে মুসলমানদের একে অপরের গীবত করা হারাম ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ কোন মুসলমান অপর মুসলমানের গীবত করবে না।

২. অমুসলিম নাগরিকের গীবত:

যে সব অমুসলিম নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলমানদের অধিনস্ত হয়ে, কর-খাজনা দিয়ে এবং রাষ্ট্রের আইন-কানুন মেনে বসবাস করছে তাদের গীবত করাও হারাম। কারণ ইসলামী দেশের নাগরিক হিসেবে জানমাল ও ইজ্জতের ক্ষেত্রে সে মুসলমানের সমান মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে। অতএব মুসলমানদের মত তাদের জানমাল ও ইজ্জতে হস্তক্ষেপ করাও হারাম।

৩. জীবিত ব্যক্তির গীবত:

জীবিত ব্যক্তির গীবত করা হারাম এবং কবিরা গুনাহ। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ - أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ

অর্থ: তোমরা কি জান গীবত কী? ছাহাবীগণ বললেন, (এ ব্যাপারে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (গীবত হচ্ছে) তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু বলা,

যা সে অপসন্দ করে'। জিজ্ঞেস করা হল- 'আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে তাহলে আপনার অভিমত কি?' তিনি বললেন, 'তুমি তার (দোষ-ত্রুটি) সম্পর্কে যা বলছ, সেটা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর যদি সেই (ত্রুটি) তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তুমি তার প্রতি অপবাদ আরোপ করলে'। (মুসলিম হা/২৫৮৯; আবূদাঊদ হা/৪৮৭৪; তিরমিযী হা/১৯৩৪।)

৪. মৃত ব্যক্তির গীবত:

জীবিতদের গীবত করা যেমন হারাম ঠিক সেই রকম ভাবে মৃতদের দোষ ত্রুটি বর্ণনা করা এবং গীবত করা সবই হারাম।
এ ব্যাপারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বলেছেন

"তোমাদের কেউ মারা গেলে তাকে ছেড়ে দাও এবং তার গীবত করো না"
(আবু দাউদ)

"তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিরদের সৎ গুণাবলী আলোচনা কর এবং তাদের দুর্নাম থেকে বিরত থাকো" (আবু দাউদ)

হাদিসের বাণী ছাড়াও আমাদের বুদ্ধি বিবেক বলে যে মৃতদের গীবত করা বৈধ নয়। এর কারণ, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের গীবত করতে অক্ষম। অতএব জীবিতদের ও মৃতের গীবত করা ও তাদের কষ্ট দেওয়া উচিত নয়।

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রায়ই কবরস্থানে যেতেন এবং কবরের পাশে বসতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি এমন লোকের নিকটে বসি যারা আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং আমি চলে এলে তারা আমার গীবত করে না কিন্তু জীবিতদের অবস্থা এর বিপরীত।
তাছাড়া মৃতদের দ্বারা জীবিতরা উপকৃত হতে পারে, যেমন তাদের কবরের নিকট গেলে আখিরাতের জীবনের কথা মনে পড়ে, এবং দুনিয়ার জীবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে হয়। অতএব জীবিতদের উচিত মৃতদের জন্য দোয়া করা এবং তাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া।

এছাড়াও মৃতদের দোষ চর্চা করলে জীবিতরা কষ্ট পায়। অর্থাৎ মৃতের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব অসন্তুষ্ট হয়।

এক ব্যক্তি প্রায়ই সূরা 'তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব' পাঠ করতো। আবু লাহাব কাফের হলেও সে ছিল মহানবী সাঃ এর চাচা। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলা আবু লাহাবের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন এবং তার করুণ পরিণতির কথা বলেছেন। এই ব্যক্তির সব সময় উপরোক্ত সূরা পাঠ করা এবং কথায় কথায় আবু লাহাবের দোষ চর্চা করাটা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করলেন না তিনি বলেন, হে ব্যক্তি, এই সূরা ছাড়া অন্য কোন সূরা কি তোমার মুখস্ত নেই।
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন , "তোমরা তোমাদের মৃতদের উত্তম গুণাবলীসহ স্মরণ করো। কারণ তারা জান্নাতি হয়ে থাকলে তোমরা তাদের গীবত করে গুনাহগার হবে, আর তারা জাহান্নামী হলে এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট।" (ইহইয়া উলুমিদ্দীন)

৫.পারিবারিক গীবত:

গীবত এমন একটি গুনাহ যেটাতে আমরা অন্যদের জন্য লিপ্ত হই কিন্তু এর সম্পূর্ণ দায়টা আমাদের নিজেদের উপর বর্তায়। এবং এর কুফল বা শাস্তি দুটোই আমাদের নিজেদেরকে ভোগ করতে হবে। কিন্তু যার নামে গীবত করা হয়েছে সে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত। এই আত্মঘাতী মহাপাপ টি করার জন্য আমরা মাঝে মাঝে নিজেদের ঘরের মানুষদেরকেই ব্যবহার করে থাকি। বর্তমান সমাজে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে যেন গীবতের মজলিস বসে যায়। মা সন্তানের নামে গীবত করে বেড়ায় , স্ত্রী স্বামীর নামে গীবত করে বেড়ায় এবং সবচেয়ে বেশি ঘটে থাকে যেটা, শাশুড়ি বউ এবং বউ শাশুড়ির নামে গীবত করে বেড়ায়। যেটা আরো বেশি ভয়ংকর বিষয়।

অনেক মায়েরা আছে যারা অন্যদের সামনে নিজেদের সন্তানের বিভিন্ন দোষ ত্রুটি তুলে ধরে, যেটা তার সন্তান পছন্দ করবে না। এভাবে তারা নিজেদের সন্তানদের নামেই গীবত করে থাকে যেটার বিষয়ে মায়েরা বিন্দু পরিমানও চিন্তিত হয় না। আবার অনেক সময় মা তার সন্তানের বিষয়ে নিজের স্বামীর সাথে আলোচনা করে থাকে, যেটা তার সন্তান পছন্দ করবে না। এক্ষেত্রেও তারা নিজেদের সন্তানের বা ভাই বোনের গীবত করে থাকে।

পরিবারের সদস্যদের গীবত করা খুবই জঘন্য এবং নিচু মনের কাজ, কারণ আমরা খুব সহজেই আমাদের পরিবারের প্রিয়জনদেরকে সতর্ক করতে পারি। আমরা একসাথে বসে তাদেরকে সম্মানের সাথে বোঝাতে পারি এবং তাদের ভুলত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমরা সেটা না করে অন্যজনের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করি। যেটা আমার সন্তান অথবা স্বামী হয়তো পছন্দ করবে না। এভাবেই আমাদের পরিবারে মধ্যে পারিবারিক গীবত ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এভাবে গীবত করতে করতে একটা সময় আমরা সামনাসামনি কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলবো এবং পেছনে কথা বলতে বেশি মজা পাব। কারণ শয়তান এভাবে আমাদের ওয়াসওয়াসা দিবে যে, আমরা ফ্যামিলির ভালোর জন্যই এ বিষয়ে কথা বলছি, কিন্তু যাকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে সে যদি বিষয়টা পছন্দ না করে তাহলে এটা অবশ্যই গীবত হবে।

গীবতের ধরন সমূহ-

দৈহিক কাঠামোর গীবত :

কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাচ্ছিল্য করে তার দৈহিক ত্রুটির উল্লেখ করা হলে তাকে গীবত বলে। যেমন এভাবে বলা যে, অমুক ব্যক্তি খুবই মোটা বা খুবই বেটে, তার নাক লম্বা, অথবা সে খুবই কুৎসিত, কানে শোনে না, চোখে দেখেনা, ট্যারা, এভাবে কারো দৈহিক ত্রুটি বর্ণনা করে তাকে অপমান করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "আল্লাহ তা'আলা মুমিন ব্যক্তির যেকোনো প্রকারে গীবত করা হারাম ঘোষণা করেছেন। যে রূপ তিনি মৃত প্রাণী খাওয়া হারাম করেছেন।" (ইবনে জারীরের বরাতে সুয়ূতীর দুররুল মানছুর)

একবার কোন এক প্রয়োজনে একটি বেটে স্ত্রীলোক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে। সে চলে যাওয়ার পর আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তার দৈহিক কাঠামো বেটে হওয়ার ত্রুটি বর্ণনা করেন। মহানবী সাঃ বলেন, "হে আয়েশা তুমি ওই স্ত্রী লোকটির গীবত করলে। তিনি বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমি বাস্তব ঘটনার বিপরীত কিছু বলিনি। অবশ্যই আমি তার বেটে হওয়ার কথা বলেছি এবং এই ত্রুটি তার মধ্যে রয়েছে। মহানবী সাঃ বলেন হে আয়েশা যদিও তুমি সত্য কথা বলেছ, কিন্তু তুমি তার ত্রুটি বর্ণনা করায় তা গীবত হয়ে গেল।" (ফকিহ আবুল লাইস, বাবুল গীবত)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা রাঃ তা'আলা আনহা বেটে ছিলেন তার অন্যান্য স্ত্রীরা এজন্য হাসিঠা শুরু করে দেয় এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন -

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

অর্থ: মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভ্রাতার মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু। (সূরা হুজুরাত :১২)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে কারো দেহের কোন দোষ অথবা ত্রুটি বর্ণনা করা গীবত এবং হারাম।

পোষাক-পরিচ্ছদের গীবত:

যেমন কারো পোষাক সম্পর্কে বলা যে, সে নোংরা পোষাক পরিধান করে, সে লম্বা আঁচলওয়ালী, অমুক ব্যক্তি হারাম পোশাক পরিধান করে, অমুক নারী এমন ভাবে ওড়না পরিধান করে যে তার আবরণীয় অংশ খোলা থাকে ইত্যাদি ।

তাছাড়া, তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে, অমুক ব্যক্তির পরিধেয় পোশাক খুবই সংকীর্ণ অথবা খুবই লম্বা তাহলে এটাও তার গীবত করা হবে।

বংশের গীবত:

অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে যদি কেউ বলে অমুক ব্যক্তি অজাত, ছোটলোক,অমুক ব্যক্তির বংশ ভালো না, মুচি, চামার, মেথর, কামার, তাঁতি, বাঙ্গাল প্রভৃতি তাহলে সে গীবত করল। বংশের দিকে বা পিতামাতার দিকে সম্বন্ধ করে অপসন্দনীয় যাই বলা হবে, সেটাই গীবত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

" দ্বীনদারী ও সৎকর্ম ব্যতীত কোন ব্যক্তির অপর ব্যাক্তির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই" অতএব অন্যের বংশের ত্রুটি নির্দেশ করা হারাম এবং কবীরা গুনাহ।

চারিত্রিক আচার-আচরণের গীবত :

যেমন কাউকে উদ্দেশ্য করে বলা- ফাসেক্ব, খিয়ানতকারী, পিতামাতার অবাধ্যকারী, গীবতকারী, পাক-নাপাকের ব্যাপারে উদাসীন, চোর, সালাত পরিত্যাগকারী, যাকাত অনাদায়কারী, ব্যভিচারী, অহংকারী, বদমেজাযী, কাপুরুষ, দুর্বল মনের অধিকারী, ঝগড়াটে, নির্লজ্জ,বেয়াদব, অভদ্র, পেটুক, বাচাল, অলস, ধূর্ত, ধূমপায়ী, নেশাখোর ইত্যাদি।

কোন সাহাবী এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন, "সে খুব দুর্বল" রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন তুমি তার গীবত করেছ এবং তার গোস্ত খেয়েছো।

এক শহরে আবু বকর এবং ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর সঙ্গী ছিলেন। তারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গোস্ত খেতে চাইলে তিনি বলে পাঠান, "তোমরা কি তোমাদের মুসলিম ভাইয়ের গোশত তৃপ্তি সহকারে আহার করোনি"। তারা বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল আজ আমাদের ভাগ্যে গোস্ত জোটেনি"। তিনি বলেন, "তোমরা অমুক ব্যক্তির গীবত করেছো । আর গীবত করা তার দেহের বস্তু খাওয়া সমতুল্য। তারা উভয় বলেন আমরা তো শুধু এতটুকু বলেছি যে, "লোকটি খুবই দুর্বল আমাদের খেদমত করতে পারেনা"। এটাও বলো না । কারো ক্ষুদ্র ত্রুটি ও বর্ণনা করো না।
(তিরমিযীর নাওয়াদিরূল উসুল এবং সুয়ূতীর আদ-দূররুল মানসুর)

ইবাদতের গীবত:

ইবাদতের ক্রুটি উল্লেখ করে সমালোচনা করাও গীবতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন অমুক ব্যক্তি ভালোভাবে নামাজ পড়ে না, অমুক ব্যক্তি রাতে তাহাজ্জুদ পড়ে না, অথবা রমাদানে সবগুলো রোজা রাখেনা, মাকরূহ ওয়াক্তে নামাজ পড়ে ইত্যাদি।

একবার তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে কিছু লোক ঘুমিয়ে থাকলে শেখ সাদী তাদের সমালোচনা করে বলেন, "এই লোকগুলো যদি তাহাজ্জুদ পড়তো তাহলে কতই না ভালো হতো"। শেখ সাদীর পিতা এ কথা শুনে বলেন, "কতই না ভালো হতো যদি তুমি তাহাজ্জুদ না পড়ে এদের মত ঘুমিয়ে থাকতে তাহলে এদের গীবত করার পাপ তোমার ঘাড়ে চাপতো না "।

উক্ত ঘটনা থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে, বান্দা নিজের অজান্তেই গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। অনেক সময় দ্বীনদার ব্যক্তিদের মাধ্যমেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গীবত হয়ে যায়। তাই জিহবার হেফাযত অপরিহার্য।

গুনাহের গীবত

: কোন ব্যক্তি গুনাহে লিপ্ত থাকলে সেটা নিয়ে অন্যদের সাথে আলোচনা করাই গুনাহের গীবত। যেমন বলা অমুক ব্যক্তি জেনা করেছে, গীবত করেছে অথবা তার মিথ্যা বলার বহু অভ্যাস আছে, সে তার পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়, সে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছে, অমুক ব্যক্তি মদপানে অভ্যস্ত, সে চোর ইত্যাদি।

শেখ সাদী (রা) একবার তার শিক্ষককে বলেন, " অমুক ব্যক্তি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে"। শিক্ষক বলেন, "হে সাদি ! তোমার মতে বিদ্বেষ পোষণ হারাম আর গীবত কি হালাল? তুমি আমার নিকট অমুক ব্যক্তির গীবত করছো তার বিদ্বেষ উল্লেখ করে"।

আমাদের সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ ত্রুটি অবশ্যই রয়েছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে হয়তো ঘৃণা করার অভ্যাস রয়েছে। কেউ গীবত করে আর কেউ গীবত শুনে। কেউ চুরি করে অথবা কেউ মিথ্যা বলে। মোটকথা কোনো ব্যক্তিই দোষ থেকে মুক্ত নয়। অতএব যে কোন লোকের মধ্যকার কোনো ধরনের দোষ বলে বেড়ানো উচিত নয়। কারণ দোষ বলে বেড়ানো ব্যক্তিও দোষ থেকে মুক্ত নয়। তাই কোন ব্যক্তিকে গুনাহের কাজে লিপ্ত দেখলে তার জন্য আল্লাহর নিকট সৎপথ কামনা করা উচিত। তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা উচিত নয়।

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন মুমিন ব্যক্তির পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তিনটি জিনিসই যথেষ্ট।

১/ নিজে যে অপকর্মে লিপ্ত আছে অপরকে সেই অপকর্মে লিপ্ত দেখলে সমালোচনা করে।

২/ অন্যের দোষ দেখে বেড়ায় অথচ নিজের মধ্যকার দোষ সম্পর্কে অন্ধ।

৩/ নিজের প্রতিবেশী বা সহচরকে অযথা কষ্ট দেয় হয়রানি করে।

(আবুল লাইস আস-সামারকান্দি বাবুল গীবত- এ উদ্ধৃত করেছেন।)

কোন ব্যক্তি যখন অন্য কোন ব্যক্তিকে অপমান করে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে অপমান করেন , অন্যদিকে যাকে অপমান করা হলো তার গুনাহ মাফ করে দেন।

বনি ইসরাইলের দুই ব্যক্তির ঘটনা এভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, "তাদের একজন সর্বদা ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকতো এবং অপরজন পাপাচারে লিপ্ত থাকতো । ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তি সব সময় পাপাচারীকে হেয় প্রতিপন্ন করতো । একদিন সে রেগে গিয়ে বলল, " আল্লাহর শপথ তুমি জাহান্নামে যাবে"।

কথাটি আল্লাহপাকের অপছন্দ হল এবং ইবাদতে লিপ্ত ব্যক্তিকে জাহান্নামী এবং পাপীকে জান্নাতি বানিয়ে দিলেন। (আবু দাউদ)

গীবতের মাধ্যম সমূহ-

গীবতের বিভিন্ন মাধ্যম রয়েছে, যেগুলোর সাহায্যে মানুষ অপরের গীবত করে থাকে। আলেমদের মতে গীবতের মূল মাধ্যম চারটি।

১/ জিহবার গীবত :

গীবতের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হল জিহবা। আলাপচারিতা, কথা-বার্তা, গল্প আড্ডায় অথবা যে কোন মজলিসে জিহবার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশী গীবত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَزِلُّ بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الـمَشْرِقِ،

'নিশ্চয়ই বান্দা কখনো কখনো এমন কথা বলে ফেলে, যার পরিণাম সে চিন্তা করে না। অথচ এ কথার মাধ্যমে সে জাহান্নামের গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্বের সমপরিমাণ'। (বুখারী হা/৬৪৭৭; মুসলিম হা/২৯৮৮।)

অন্যত্র তিনি বলেন,

إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ، لاَ يُلْقِي لَهَابَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ

অর্থঃ 'বান্দা কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টিমূলক এমন কথা বলে ফেলে, যার গুরুত্ব সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ এ কারণে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে'।(বুখারী হা/৬৪৭৮; মিশকাত হা/৪৮১৩।)

عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما اخوف ما تخاف علىّ قال فاخذ بلسان نفسه و قال هذا * (ترمذى-مشكوة**(৪৬২৮-**

অর্থঃ হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহহ সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলকে বললাম,

ইয়া রাসুল আল্লাহ, আমি কাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করব? বা আপনি আমাদের কোন জিনিসকে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন? তিনি নিজের জিহবাকে হাত দিয়ে ধরলেন এবং বললেন, এ টাকে। (তিরমিজী, মিশকাত-৪৬২৮)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে বললেন,

"তোমরা খিলাল করে নিজেদের দাঁতের ফাঁক থেকে গোস্ত নির্গত করে ফেলে দাও। তারা বলল হে আল্লাহর রাসূল আজ আমরা তো গোস্ত খাইনি।" রাসুল সাঃ বলেন, আমি তোমাদের দাঁতের ফাঁকে গোশতের লাল টুকরা দেখতে পাচ্ছি, নিশ্চয় তোমরা কারো গীবত করেছ। আর বাস্তবিক পক্ষে তারা এক ব্যক্তির গীবত চর্চা করেছিল। (তাফসীরে দুররুল মানসুর)

তাই আমরা আমাদের জিহবাকে আটকাতে পারলে অনেক বড় বড় গুনাহ থেকে বাচার পাশাপাশি অনেক বেশি সওয়াবের ভাগীদার হতে পারব।

عن عمران بن حصين انّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال مقام الرجل بالصمت افضل من عبادة ستين سنة * (بيهقى-مشكوة(**৪৬৪৯**-

অর্থঃ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) বলেন- অবস্থাভেদে মানুষের চুপ থাকা ৬০ বছরের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। (বায়হাকী,মিশকাত-৪৬৪৯)

কানের গীবত:

কারো গীবত শোনা এবং তাকে বাধা না দেয়া কানের গীবত। কারণ শ্রবণ করা ও বাধা না দিয়ে নীরব থাকাও এক প্রকারের গীবত।

عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الغيبة و استماع الغيبة

অর্থঃ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সঃ) গীবত করা ও গীবত শ্রবণ করা থেকে নিষেধ করেছেন। (সিরাতে আহমাদিয়া)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, " কারো গীবত করা হলে এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকলে তার এভাবে সাহায্য করো যে, তুমি তার প্রশংসা শুরু করে দাও যাতে লোকেরা তার গীবত করা থেকে বিরত থাকে। এবং গীবতকারীদের বাধা প্রদান করো, অতঃপর স্থান ত্যাগ করো"।

অন্তরের গীবত:

কোন ব্যক্তির প্রতি মনে মনে কুধারণা পোষণ করা এবং কোন সৎপরায়ণ ব্যক্তি সম্পর্কে কোন রূপ তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই মনের মধ্যে খারাপ ধারণা বদ্ধমূল করে নেওয়া কে অন্তরের গীবত বলা হয়। তাছাড়া কেউ গীবত করলে সেটা অন্তর দিয়ে মেনে নেওয়া বা তা সমর্থন করার মাধ্যমেও অন্তরের গীবত হয়। ইবনে হাজার হায়তামী (রহঃ) বলেন,

الْغِيبَةُ بِالْقَلْبِ هِيَ أَنْ تَظُنَّ بِهِ السُّوْءِ َ

অর্থঃ 'অন্তরের গীবত হচ্ছে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করা'। (হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন ইক্বতিরাফিল কাবায়ের ২/২৮।)

ইমাম মাক্বদেসী (রহঃ) বলেন,

قد تحصل الغيبة بالقلب، وذلك سوء الظن بالمسلمين ،

অর্থঃ 'মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করার মাধ্যমে অন্তরের গীবত সংঘটিত হয়'। (নাজমুদ্দীন আল-মাক্বদেসী, মুখতাছার মিনহাজিল ক্বাছেদীন, পৃ.১৭২।)

ইমাম গাযালী বলেন, মুখের ভাষায় গীবত বা পরনিন্দা করার ন্যায় মনে মনে কুধারণা পোষণ করাও হারাম। অর্থাৎ ভাষার ব্যবহারে কারো গীবত করা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে মনে মনে কাউকে খারাপ বলা বা খারাপ ধারণা করাও হারাম'।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا

অর্থঃ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিক ধারণা হ'তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কিছু কিছু ধারণা পাপ। আর তোমরা ছিদ্রান্বেষণ কর না এবং পরস্পরের পিছনে গীবত কর না' (হুজুরাত ৪৯/১২)।

মহান আল্লাহ একমাত্র গায়েব জানেন এবং মানুষের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনের খবর রাখেন। আর ইবলীসের কাজ হচ্ছে বান্দাকে ধোকা দিয়ে তার মনের মধ্যে মন্দ ধারণা প্রবেশ করানো। আর বান্দা যদি কারো প্রতি খারাপ ধারণা করে ফেলে, তাহলে ইবলীসকে সত্যায়ন করা হয়ে যায়। আর ইবলীসকে সত্যায়ন করা হারাম। ফলে কারো ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ করাও হারাম। কারণ কুধারণার মাধ্যমে গুপ্তচরবৃত্তি বা গোয়েন্দাগিরি করার মানসিকতা গড়ে ওঠে, যা আরেক ধরনের কাবীরা গুনাহ। তাই আল্লাহ উক্ত আয়াতে কুধারণার মাধ্যমে অন্তরের গীবত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও ছিদ্রান্বেষণ করতে নিষেধ করেছে। তারপর বিশেষভাবে গীবত না করার আদেশ প্রদান করেছেন।(গাযালী, ইহ্য়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১৫০।)

ইশারা-ইঙ্গিতের গীবত:

সরাসরি নাম উল্লেখ না করে এমন কিছু ইঙ্গিতবহ কোন উপমা ব্যবহার করে কারো দোষ বর্ণনা করা যে লোকেরা উপমার দ্বারা বুঝে নিতে পারে যে অমুক ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে। অর্থাৎ চোখ, হাত ও মাথার ইশারার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন,

دَخَلَت امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَقُلْتُ بِإِبْهَامِي هَكَذَا، وَأَشَرْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَصِيرَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اغْتَبْتِهَا ،

অর্থঃ একজন খাটো মহিলা (আমাদের ঘরে) প্রবেশ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন। আমি আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দিকে এভাবে ইশারা করে বললাম,

أَنَّهَا قَصِيرَةٌ

'সে তো বেঁটে মহিলা'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তো তার গীবত করে ফেললে'। (মুসনাদে আহামাদ হা/২৫৭০৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, যাম্মুল গীবাত ওয়ান নামীমাহ, হা/৭০; পৃ.২৪, সনদ হাসান।)

অপর বর্ণনায় সেই আগন্তুক মহিলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

হুযাইফা (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম

حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ غَيْرُ مُسَدَّدٍ: تَعْنِي قَصِيرَةً - لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِلَمَزَجَتْهُ - وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا، فَقَالَ: مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا

'ছাফিইয়াহ (রাঃ)-এর ব্যাপারে এতটুকুই বলা যথেষ্ট যে, তিনি এরূপ অর্থাৎ খাটো প্রকৃতির। তিনি বললেন, 'তুমি এমন একটি কথা বলেছ, যদি তা সমুদ্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে সমুদ্রের পানির রং পাল্টে যাবে'।

আয়েশা (রাঃ) বলেন,

‘(আরেক দিন) আমি এক ব্যক্তিকে অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে নকল করলাম। তিনি বললেন, আমাকে এতো এতো সম্পদ দেওয়া হলেও আমি কারো অনুকরণ পসন্দ করবো না’। (আবূদাঊদ হা/ ৪৮৭৫; তিরমিযী হা/২৫০২, সনদ ছহীহ।)

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ‘আয়েশা (রাঃ) গীবত করার উদ্দেশ্যে ছাফিয়্যা (রাঃ)-এর দোষ বর্ণনা করেননি; বরং বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে তার ব্যাপারে খবর দেওয়াই ছিল মূল উদ্দেশ্য। তথাপি সেটা গীবতের পর্যায়ভুক্ত ছিল’। (আসকালানী, ফাৎহুল বারী ১০/৪৬৯।)

সুতরাং গীবতের প্রকাশ হচ্ছে সেই দোষ বর্ণনা দেওয়ার মতোই। সংকেত, অঙ্গভঙ্গি, চোখ টেপা, ইশারা-ইঙ্গিত এবং অপরকে হেয় করা বুঝায় এমন প্রত্যেক কিছুই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে গীবতকে সমর্থন দেওয়াও গীবত। কেননা গীবত শ্রবণকারীও গীবতের দায় এড়াতে পারবে না, যদি না সে অন্তর দিয়ে সেটা প্রত্যাখ্যান করে এবং মুখের ভাষায় সেটার প্রতিবাদ করে। (তাহানাওয়ী, কাশশাফু ইছত্বিলাহাতিল ফুনূন ওয়াল উলূম ২/১২৫৬।)

লেখার মাধ্যমে গীবত:

কোন ব্যক্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তার দোষের কথা বর্ণনা করে অপরের নিকট চিঠি পত্র লেখা অথবা সংবাদপত্রে প্রকাশ কর অথবা নিজের বই পড়তে লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি।

গাযালী (রহঃ) বলেন,

وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين

অর্থঃ ‘লেখার মাধ্যমেও গীবত হয়ে থাকে। কেননা কলম দুই ভাষার একটি’। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৩/১৪৫।)

ড. সাঈদ ইবনে ওয়াহফ আল-কাহত্বানী (রহঃ) বলেন, ‘গীবত শুধু মুখের ভাষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং গীবতকারী যে কোন মাধ্যমে অপরের কুৎসা রটাতে পারেন। হতে পারে সেটা ইশারা-ইঙ্গিত, কাজ-কর্ম, অঙ্গ-ভঙ্গি, ভেংচানো, খোঁটা দেওয়া ও লেখালেখির মাধ্যমে অথবা যার নিন্দা করা হচ্ছে তিনি অপছন্দ করেন এমন যে কোন মাধ্যমে’। (কাহত্বানী, আফাতুল লিসান, পৃ. ৯।)

বর্তমান দুনিয়ায় জিহবার গীবতের চেয়ে লেখালেখির মাধ্যমে গীবত বেশি হচ্ছে। যেহেতু এখন আমরা অফলাইনের চেয়ে অনলাইনে বেশি সক্রিয়, সেই সুবাদে আমাদের একে অপরের সাথে মেলামেশা এবং কথোপকথন অনলাইনেই বেশি হচ্ছে, যার বিশেষ মাধ্যম হচ্ছে লেখালেখি। এবং আমাদের এই লেখালেখির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অন্যরা । কে কোন অপকর্ম করেছে সেটা নিয়ে লিখতে এবং জাস্টিফাই করতে আমরা অনেক বেশি পছন্দ করি । এবং আমাদের এই লেখাগুলো শুধুমাত্র একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, হাজার হাজার মানুষের নিকট পৌঁছে যাচ্ছে। এবং একই সাথে আমরা হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে গীবতে লিপ্ত হচ্ছি, শুধুমাত্র লিখার মাধ্যমে।

গীবতের বৈধ পন্থা-

ইসলাম ধর্মে গীবত করা সম্পূর্ণ হারাম, এবং তা হারাম করা হয়েছে মানুষের সম্মান ও সম্ভ্রম রক্ষার জন্য। কিন্তু সম্ভ্রম রক্ষা করতে গেলে যদি মানুষের ইমান চলে যায়, অর্থের ক্ষতি হয়, কিংবা জীবন চলে যায় তাহলে জীবন বাচানোর জন্য যতটুকু দরকার ততটুকু দোষ বলা যাবে।

রাসুল সা: এর বক্তব্য এবং আচরণের আলোকে উলামায়ে কেরাম কিছু মূলনিতি করেছেন যে, বিশেষ প্রয়োজনে মানুষের মান-সম্মান, দ্বীন, ইমান বাঁচানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট কিছু দোষ প্রয়োজনে বলা যেতে পারে।

আমরা এখানে নয়টি বৈধ পন্থা কারণসহ উল্লেখ করছি ।

১. কারো অনিষ্টতা থেকে বাঁচার লক্ষ্যে গীবত করা যাবেঃ

কোন ব্যক্তি শাসক, সরকারি কর্মকর্তা বা সাধারণ কোন মানুষের দ্বারা জুলুমের শিকার হলে সে নিজ দেশের বিচারক বা নেতার কাছে তার জুলুম থেকে বাঁচার জন্য ওই ব্যক্তির গীবত করতে পারবে।

কারণ জালেমের গীবত না করলে সে ন্যায়বিচার পাবেনা তাছাড়া উক্ত নালিশের কারণে শাসনকর্তা জালেম কর্মকর্তাকে অপসারণ করলে এবং ন্যায়পরায়ন কর্মকর্তা নিয়োগ করলে অনেক নিরীহ লোকেরা জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাবে, অতএব এই উপকারিতার কারণে উপরোক্ত প্রকারের গীবত বৈধ।

لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

অর্থঃ আল্লাহ কোন মন্দ বিষয় প্রকাশ করা পছন্দ করেন না। তবে কারো প্রতি জুলুম হয়ে থাকলে সে কথা আলাদা। আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ।" (সূরা আন নিসা: ১৪৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) ও হাসান বছরী (রহঃ) বলেছেন, এখানে মন্দ কথা প্রকাশ করার অর্থ হল- যালেমের বিরুদ্ধে বদদোআ করা বৈধ। তবে মাযলূম যদি ধৈর্যধারণ করে সেটাই উত্তম।(তাফসীর কুরতুবী ১/৬।)

ইমাম ইবনু জারীর তাবারী (রহঃ) বলেন, এই আয়াতের অর্থ হ'ল- আল্লাহ বদদোআ করা অপসন্দ করেন, তবে মাযলূমের বদদোআকে অপসন্দ করেন না।
(তাফসীরে তাবারী ৯/৩৪৩।)

ইমাম শাওক্বানী (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে যালেমের যুলুম প্রকাশ করার বৈধতা দেওয়া হয়েছে। তবে এর অর্থ এটা নয় যে, যালেম ব্যক্তির অন্যান্য দোষ-ত্রুটি প্রকাশ

করা জায়েয; বরং তার যুলুমটুকু প্রকাশ করা জায়েয। মূলতঃ এখানে অত্যাচারের বিষয় প্রকাশ করার বৈধতা দিয়ে আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেছেন। আর সেটা হল- যদি মাযলূমের জন্য নির্যাতনের বিষয় প্রকাশ করা জায়েয না হত, তবে সে যালেমের জন্য বদদোআ করত। আর যালেমের বিপক্ষে সেই বদদোআ অবশ্যই কার্যকর হয়ে যেত। সুতরাং মাযলূম যদি ন্যায় বিচারের জন্য স্বীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা পায়, তবে যালেম ব্যক্তি দুনিয়াতেই তার শাস্তি পেয়ে যাবে এবং সে হয়ত তার যুলুম থেকে ফিরে আসবে। ফলে পরকালের শাস্তি থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। (মুহাম্মাদ শাওক্বানী রাফ'উর রীবাহ আম্মা ইয়াজূযু ওয়া মা-লা ইয়াজূযু মিনাল গীবাহ, তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ: মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আশ-শায়বানী (কুয়েত: মারকাযুল মাখতূত্বাত, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪১৪হিঃ/ ১৯৯৩খ্রিঃ) পৃঃ ২৩-২৪।)

জাবির (রাঃ) বলেন, সা'দ ইবনুর রবী' (রাঃ)-এর স্ত্রী সা'দের ঔরসজাত তার দুই মেয়েসহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে হাযির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরা সা'দ ইবনুর রবী'র দুই মেয়ে। এদের বাবা ওহোদের যুদ্ধে আপনার সাথে অংশগ্রহণ করে শহীদ হয়েছেন। এদের চাচা এদের সমস্ত সম্পত্তি দখল করে নিয়েছে এবং এদের জন্য কিছুই রাখেনি। আর সম্পদ না থাকলে এদের বিয়ে দেওয়াও তো সম্ভব হবে না। তিনি বললেন, এ বিষয়টি আল্লাহই সমাধান করে দিবেন। অতঃপর এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা নিসাতে মীরাছ বণ্টন বিষয়ক আয়াত অবতীর্ণ হয়।(আবূদাঊদ হা/২৮৯১; তিরমিযী হা/২০৯২, সনদ হাসান।)

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য যালেমের নির্যাতনের বর্ণনা দেওয়া জায়েয।

২. পাপীকে সৎপথে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে গীবত করা জায়েজঃ

কোন ব্যক্তি কোন দোষের কাজে বা পাপাচারে লিপ্ত থাকলে সে সম্পর্কে এমন ব্যক্তিকে অবহিত করা গীবত হবে না, যে তাকে বারণ করতে পারবে। উপদেশ দিতে পারবে বা তার ওপর প্রভাব খাটিয়ে তার সংশোধন করতে পারবে। কারণ এই ধরনের গীবতের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির উপকার হয়। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন গ্রন্থে বৈধ বলা হয়েছে।)

সিরিয়াল গভর্নর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট লিখে পাঠালেন এখানে আবু জানদাল নামে এক ব্যক্তি মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে তিনি এই উদ্দেশ্যে চিঠি লিখেছিলেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে উপদেশ দিলে হয়তো সে সংশোধন হয়ে যাবে ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু উক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করে একটি পত্র পাঠান।

حم * تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ۖ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ * مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

অর্থঃ “হা-মীম।কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি পরাক্রমশালী,সর্বজ্ঞ। পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবুলকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও সামর্থবান। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তাঁরই দিকে হবে প্রত্যাবর্তন। কাফেররাই কেবল আল্লাহর আয়াত সম্পর্কে বিতর্ক করে। কাজেই নগরীসমূহে তাদের বিচরণ যেন আপনাকে বিভ্রান্তিতে না ফেলে।”(সূরা আল-মু’মিন:১-৪)

আবু জানদাল পত্র পেয়ে উপরোক্ত আয়াত পাঠ করে অত্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন এবং মধ্যপান পরিহার করে তওবা করেন।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, কাউকে তার বদ অভ্যাস বা দূষণীয় বিষয় থেকে রক্ষা করে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে অন্য কারো সাহায্য নেওয়ার উদ্দেশ্যে গীবত করা জায়েয। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অভিযুক্তকে মন্দাচার ও পাপ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম, তার কাছে এ কথা বলা যাবে যে, 'অমুকের কার্যকলাপ এরকম, তাকে একটু সতর্ক করে দিন। তবে এসব শুধু তাকে তার নিষিদ্ধ ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যেই হতে হবে। অন্যথা সেটা হারাম গীবত হবে।
(আল-আযকার, পৃঃ ৩৪০)

অনুরূপভাবে সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অধঃস্তন কোন লোকের গর্হিত কাজের বর্ণনা দেওয়া জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে এক সফরে ছিলেন। সাথে মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিল। ইবনে উবাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীদের নিয়ে অনেক কটূ মন্তব্য করে। আর সেটা যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) শুনে ফেলেন এবং তৎক্ষণাৎ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবগত করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যাপারটির সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ইবনে উবাইকে ডাকেন। কিন্তু সে সরাসরি বিষয়টি অস্বীকার করে বসে। পরে আল্লাহ মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করে সূরা মুনাফিকূন নাযিল করেন।
(বুখারী হা/ ৪৯০৩; মুসলিম হা/২৭৭২।)

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মন্দ প্রতিহত করার জন্য ঊর্ধ্বতন ব্যক্তির কাছে কারো দোষ বর্ণনাতে কোন পাপ নেই।

মন্দ প্রতিহত করার আরেকটি বড় ক্ষেত্র হচ্ছে 'আমল বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'। আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার ওমর (রাঃ) ওছমান (রাঃ)-কে সালাম দেন। কিন্তু ওছমান (রাঃ) অন্যমনস্ক থাকার কারণে তার সালামের জবাব দিতে পারেননি। অর্থাৎ তিনি খেয়ালই করেননি যে, কেউ তাকে সালাম দিয়েছে। এদিকে

ওমর (রাঃ) সরাসরি আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে এসে ওছমান (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এরপর আবুবকর (রাঃ) তাদের মাঝে ব্যাপরটি মীমাংসা করে দেন।(আহমাদ ১/২০১; হা/২০। শু'আইব আরনাউত্ব, সনদ ছহীহ।)

ইমাম শাওক্কানী বলেন, 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ' এ দু'টি ভিত্তির উপরেই দ্বীন ইসলাম টিকে আছে। সমাজে যদি এই দু'টি বিষয় ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, তবে সেখানে দুনিয়াবী কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পাশাপাশি পরকালীন কল্যাণ সুনিশ্চিত হবে। কিন্তু সমাজের লোকদের মাঝে যদি আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকারের গুণ না থাকে, তবে সমাজ ভেঙ্গে পড়বে। সুতরাং বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই দু'টি ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয'।
(রাফউর রীবাহ, পৃঃ ২৫-২৬।)

৩. মুসলিম সমাজকে সতর্ক ও নছীহত করার ক্ষেত্রেঃ

মুসলিম ব্যক্তিকে অনিষ্টকারিতা থেকে সতর্ক ও সাবধান করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করা বৈধ। যেমন, কোন ব্যক্তি গোপনে পাপাচারে লিপ্ত আছে এবং কোন আলেম ব্যক্তি তার সাথে ওঠাবসা করছে এই অবস্থায় তার সাথে ওঠাবসা করার কারণে হয়তো কখনো আলেম ব্যক্তি পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং লোকদের সতর্ক করার জন্য তার দোষ ত্রুটি প্রকাশ করে দেওয়া বৈধ। অথবা কোন ব্যক্তি এর কথা ওর কানে এবং ওর কথা এর কানে দিয়ে মানুষের মধ্যে বিবাদ বাধায়। এই অবস্থায় তার গীবত করা বৈধ।
তবে মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তি গোপনে কোন খারাপ কাজে লিপ্ত থাকলে এবং তার দ্বারা অপরের কোনো ক্ষতি না হলে তার গীবত করা বৈধ হবে না।

মুসলমানকে সতর্ক ও নছীহত করার সাথে কয়েকটি বিষয় সংশ্লিষ্ট। যেমন:

ক. বিবাহের ব্যাপারে পাত্র-পাত্রীর ত্রুটি প্রকাশ করাঃ

বিবাহের উদ্দেশ্যে কোন ছেলে বা মেয়ের সম্পর্কে কিছু জানতে চাওয়া হলে তাদের দোষ-গুণ খোলাখুলি বলে দেওয়া জরুরী । দুশ্চরিত্র ও বদগুণের অধিকারী পাত্র-পাত্রী থেকে সতর্ক করা কর্তব্য। অন্যথা পরবর্তীতে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে কেউ এ ব্যাপারে পরামর্শ চাইলে তিনি স্পষ্টভাবে পাত্র-পাত্রীর দোষ বলে দিতেন। যেমন-

ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) ও তার স্বামী আবূ আমর ইবনে হাফস (রাঃ)-এর মাঝে যখন তালাক হয়ে যায়, তখন তিনি ইদ্দত পালনের জন্য আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ঘরে অবস্থান করেন। ইদ্দত পালন শেষে মু'আবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান ও আবূ জাহাম তাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। তখন ফাতেমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরামর্শ চাইলে তিনি বললেন,

أَمَّا أَبُو الْجَهْمِ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ

'আবূ জাহাম এমন লোক যে তার কাঁধ থেকে লাঠি নামিয়ে রাখে না (অর্থাৎ স্ত্রীকে মারধর করে)। আর মু'আবিয়া তো নিঃস্ব তার কোন সম্পদ নেই। তুমি বরং উসামা ইবনু যায়েদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হও। ফাতেমা (রাঃ) বলেন, প্রথম পর্যায়ে উসামাকে আমার পসন্দ হল না। কিন্তু তিনি আমাকে পুনরায় উসামাকে বিয়ে করার পরামর্শ দিলেন। তখন আমি উসামার সঙ্গেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। বিয়ের পর দেখলাম, আল্লাহ তার মাঝে আমার জন্য বিরাট কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। আর আমি তার স্ত্রী হওয়ার কারণে সবার কাছে ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হয়েছি'। (মুসলিম হা/১৪৮০; আবূদাঊদ হা/২২৮৪; মিশকাত হা/৩৩২৪।)

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ذِكْرِ الْإِنْسَانِ بِمَا فِيهِ عِنْدَ الْمُشَاوَرَةِ وَطَلَبِ النَّصِيحَةِ وَلَا يَكُونُ هَذَا مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنَ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ،

পরামর্শ ও উপদেশ দেওয়ার সময় মানুষের মাঝে বিদ্যমান ত্রুটির বর্ণনা দেওয়া যে বৈধ, এই হাদীছে তার দলীল বিদ্যমান। এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং এটা আবশ্যিক নছীহতের অন্তর্ভুক্ত'। (শারহুন নববী আলা মুসলিম ১০/৯৭।)

খ. বিদ'আতী আলেম থেকে সতর্ক করা :

বর্তমান সময়ে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে মানুষ তিনটি বিষয়কে বেশী প্রাধান্য দেয়-

(১) অনলাইন বা অফলাইনে আলেম ও আলোচকদের বক্তব্য শোনা

(২) দ্বীনী মজলিসগুলোতে অংশগ্রহণ করা এবং

(৩) ইসলামী বইপত্র অধ্যয়ন করা।

নিঃসন্দেহে এগুলো ইলম অর্জনের উপকারী মাধ্যম। কিন্তু সাধারণ মানুষ যেসব আলেমের বক্তব্য শুনছে, যাদের মাহফিলে যোগদান করছে এবং যাদের লেখা বইপত্র পড়ছে, তারা যদি বিদ'আতী ও পথভ্রষ্ট হয় এবং জনগণ তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তবে জনগণকে সেই পথভ্রষ্ট-বিদ'আতী আলেম থেকে সতর্ক-সাবধান করা দ্বীনদার আলেমদের ওপর ওয়াজিব। এক্ষেত্রে সেই বিদ'আতী পথভ্রষ্ট আলেমের শারঈ ত্রুটি-বিচ্যুতি লোকসম্মুখে তুলে ধরা গীবতের মধ্যে শামিল হবে না। কারণ একজন মুসলিমের জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হল তার দ্বীন। কিন্তু তিনি যদি সেই দ্বীন ভুলভাবে শিখেন, তবে তার দুনিয়া-আখেরাত উভয়টাই বরবাদ হয়ে যাবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পথভ্রষ্ট আলেমকে উম্মতের জন্য হুমকি স্বরূপ মনে করতেন। তিনি বলেন,

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الـمُضِلِّينَ

অর্থঃ 'আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টকারী নেতাদেরকেই ভয় করি'।
(তিরমিযী হা/২২২৯; আবূদাঊদ হা/৪২৫২, সনদ ছহীহ।)

গ. মানুষকে পাপাচার বা তার পরিণত সম্পর্কে সতর্ক করা:

মানুষকে পাপাচার এবং তার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য কোন জীবিত ব্যক্তির বা মৃত ব্যক্তির গীবত করা এবং এর সাথে তার শাস্তির কথা উল্লেখ করা বৈধ। যেমন, অমুক ব্যক্তি দোযখের উপযোগী কারণ সে কৃপণ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদেরকে কৃপণতা পরিহারে উদ্বুদ্ধ করা। অথবা অমুক ব্যক্তি জীবদ্দশায় সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকতো, মরার পর সে কবরে শাস্তি ভোগ করছে।

এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অপমান করা উদ্দেশ্য নয় বরং মানুষকে পাপাচারের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করাই উদ্দেশ্য

মহানবী সাঃ একটি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার সঙ্গীদের বলেন, কবরে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। একজন চোগলখরি করার কারণে শাস্তি ভোগ করছে এবং অপরজন বেহায়ার মত জনসমক্ষে পেশাব করতো। (তিরমিজি)

এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইওয়াসাল্লাম এই দুই ব্যক্তির পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন কারণ, জীবিতরা যেন তা শুনে উক্ত পাপাচার থেকে সতর্ক হতে পারে।

৪.ফৎওয়া চাওয়া বা প্রদান করার ক্ষেত্রে:-

কোন আলেম বা মুফতির নিকট মাসআলা জানার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করলে তাতে গীবত হবে না। অর্থাৎ, ফৎওয়া গ্রহণের উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ।

যেমন আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উতবা একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ 'خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ

অর্থঃ "হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! আবূ সুফিয়ান কৃপণ মানুষ। সে আমার ও আমার সন্তানাদির প্রয়োজনীয় ভরণপোষণ দেয় না। ফলে আমি তার অজান্তে তার সম্পদ থেকে আমাদের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকি। এতে কি আমার কোন পাপ হবে?' জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ন্যায়সঙ্গতভাবে ততটুকু গ্রহণ কর।" (বুখারী হা/৫৩৬৪; মুসলিম হা/১৭১৪।)

এখানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে হিন্দা তার স্বামীর দোষ বললেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটাকে গীবত মনে করেননি এবং তাকে বাধাও দেননি। কারণ এখানে হিন্দা তার স্বামীর ত্রুটি প্রকাশ করেছেন ফৎওয়া জানার জন্য।

(তাফসীরে কুরতুবী ১৬/৩৩৯; ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন, ৩/১৫২।)

এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, ফৎওয়া জানার জন্য গীবত করা বৈধ।

৫. প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির গীবত করা জায়েজ:-

সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে এবং তারা সেই পাপের জন্য অনুতপ্ত হয় না। আর মানুষও তাদের গুনাহ সম্পর্কে অবগত থাকে। এমন মন্দ লোকের দোষ বর্ণনা করা হারাম নয়। তাই ক্ষেত্রবিশেষে মানুষকে সতর্ক করার জন্য এদের দোষ-ত্রুটি বলে দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। যেমন কেউ নামাজ পড়ে না অথবা লোকদের ওপর জুলুম করে অথবা মদ পান করে ইত্যাদি। এজন্যই আলেমগন স্বেচ্ছাচারী শাসকের গীবত করেন। তাছাড়া যে ব্যক্তি ফাসেক তাকে সালাম করাও মাকরূহ।

হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন,

ثَلَاثَةٌ لَا غِيبَةَ لَهُمْ: الْإِمَامُ الْخَائِنُ، وَصَاحِبُ الْهَوَى الَّذِي يَدْعُو إِلَى هَوَاهُ، وَالْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ فِسْقَهُ

'তিন শ্রেণীর লোকের নিন্দা করা গীবতের অন্তর্ভুক্ত নয়-

(১) খেয়ানতকারী শাসক।

(২) প্রবৃত্তির অনুসারী, যে তার স্বীয় প্রবৃত্তির দিকে অপরকে আহবান জানায়।

(৩) পাপিষ্ট ব্যক্তি, যে তার পাপাচার প্রকাশ করে বেড়ায়'।

(আহমাদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহদ, পৃঃ ২৩৪)

ফাসেক ব্যক্তির গীবত করা দুটি কারণে বৈধ: (১) সে লোকমুখে তার দূর নামের কথা শুনতে পেয়ে লজ্জিত হয়ে হয়তো পাপাচার থেকে বিরত হবে।

(২) আল্লাহর দৃষ্টিতে ফাসেকের কোন মর্যাদা নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"যখন পাপাচারি ফাসেকের প্রশংসা করা হয় তখন মহান আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন"।

(বায়হাকির সূত্রে মিশকাতুল মাসাবীহ, বাব হিফজুল-লিসান)

৬. লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে:-

লজ্জা দিয়ে পাপ থেকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে গীবত করা জায়েজ। কোন ব্যক্তি কোন পাপের কাজে লিপ্ত থাকলে এই উদ্দেশ্যে তার গীবত করা জায়েজ হবে যে, তার পাপের কথা অপর ব্যক্তি জেনে ফেলেছে এ কথা জানতে পেরে সে লজ্জিত হয়ে সেই পাপের কাজটি পরিহার করবে।

৭. দুঃখ ও আক্ষেপের আকারে গীবত করা বৈধ:-

যেমন- আফসোস! অমুক ব্যক্তি নামাজ পড়ে না, রোজা রাখে না, যাকাত দেয় না, অহংকার করে। আফসোস! অমুক নারী পর্দা করে না, স্বামীর আনুগত্য করে না, গীবত করে বেড়ায়, ইত্যাদি। এভাবে একজন মুসলিম অপর মুসলিমের দুর্দশায় আক্ষেপ করতে পারবে, তবে সেখানে হেও প্রতিপন্ন করার মত কোন উদ্দেশ্যে থাকা যাবে না, তাহলে নিঃসন্দেহে সেটা গীবত হবে।

কোন কোন কালাম শাস্ত্রবিদ বলেন,যদি কোন ব্যক্তির দোষ ত্রুটি চর্চা করা হয় তাকে অপমানিত করার উদ্দেশ্যে, তাহলে তা গীবত হিসেবে গণ্য হবে। তবে আফসোস প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে করা হলে তা গীবত হবে না। (খিজানাতুর রিওয়ায়াত)

৮. ইসলামকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে গীবত করা বৈধ:-

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘হাদীছ বর্ণনাকারীর ব্যাপারে শরী‘আত সম্মত কোন অভিযোগ থাকলে তা সকলকে জানিয়ে দেওয়া শুধু জায়েযই নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমতে ওয়াজিব’।(আল-আযকার, পৃঃ ৩৪১)

অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে দোষ বর্ণনা না করলে ব্যক্তি পাপী হবেন। কারণ এর ফলে মুসলমানদের মাঝে যঈফ ও জাল হাদীছের সয়লাব হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
অনেক মুহাদ্দিসগণ হাদিসের রাবীদের বিশ্বস্ততা ও সত্যবাদীদের সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে কোন রাবি সম্পর্কে বলেছেন, সে ডাহা মিথ্যাবাদি, তার স্মরণশক্তি দুর্বল, সে মনগড়া হাদিস বর্ণনা করে, সে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) রাবি। অতএব তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন,

أَنَّ الإِسْنَادَ مِنَ الدِّينِ، وَأَنَّ الرِّوَايَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ. وَأَنَّ جَرْحَ الرُّوَاةِ بِمَا هُوَ فِيهِمْ جَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ. وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْغِيبَةِ الْمُحَرَّمَةِ، بَلْ مِنَ الذَّبِّ عَنِ الشَّرِيعَةِ الْمُكَرَّمَةِ.كما قال مُحَمَّد بْن سِيرِينَ؛ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ. فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، وقال عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ، وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاء.

অর্থঃ ‘নিশ্চয়ই সনদ (হাদীছের রাবীদের পরম্পরা) দ্বীনের অংশ বিশেষ। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছাড়া কারো থেকে হাদীছ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর বর্ণনাকারীদের মাঝে বিদ্যমান দোষ-ত্রুটি সমালোচনা করা শুধু জায়েযই নয়; বরং ওয়াজিব। এটা হারাম গীবতের পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং এটা ইসলামী শরী‘আত পবিত্র ও স্বচ্ছ রাখার অন্যতম উপায়। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) বলেন, ‘সনদ যাচাইয়ের জ্ঞান হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং তোমরা ভালোভাবে খেয়াল কর- কার কাছ থেকে তোমারা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ’। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন,
‘সনদ হচ্ছে দ্বীনের অংশ। যদি ইসনাদ না থাকত, তাহলে মানুষ যা ইচ্ছা তা-ই বলত’। (মুসলিম, মুক্বাদ্দামাহ, ১/১২, ১৪)

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন, ‘গীবত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে বৃহত্তর কল্যাণের জন্য এই বিধানের ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন- হাদীছের শুদ্ধাশুদ্ধির জন্য রাবীদের সমালোচনা ও নছীহতের জন্য দোষ বর্ণনা করা বৈধ’। (তাফসীরে ইবনে কাছীর ৭/৩৮০)

৯. কারো পরিচয় বর্ণনার ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধ:-

সমাজে এমন অনেক লোক আছে, যারা মন্দ নামে বা উপাধিতে পরিচিত। আর সেই মন্দ নাম বা উপাধিটি এমন স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে, সেই ব্যক্তি এটাকে অপছন্দ করে

না এবং এর দ্বারা সম্বোধন করলে সে মনও খারাপ করেন না। এমন পরিস্থিতিতে সেই সকল উপনামে সম্বোধন করা জায়েয।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب: كالأعمش، والأعرج، والأصمّ، والأعمى، والأحول، والأفطس، وغيرهم، جاز تعريفه بذلك بنيّة التعريف، ويحرمُ إطلاقُه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى

অর্থঃ'মানুষ যদি কোন অপসন্দনীয় নামে পরিচিতি লাভ করে, তবে তার পরিচয় দানের জন্য এসব নামে ডাকা জায়েয। যেমন ল্যাংড়া, বধির, অন্ধ ইত্যাদি। তবে হেয় করার উদ্দেশ্যে এসব নামে ডাকা অকাট্যভাবে হারাম। যদি এ সকল বিশেষণ ব্যতীত তাদের চেনার অন্য কোন উপায় থাকে, তবে তা অবলম্বন করা শ্রেয়'।

(নববী, আল-আযকার, পৃঃ ৩৪২।)

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে একজন অন্ধ ছাহাবীর কথা বলেছেন,

عَبَسَ وَتَوَلَّى، أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى

অর্থঃ "তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল।" (আবাসা ৮০/১-২)

অত্র আয়াতে 'অন্ধ লোক' বলতে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবী ১৯/২১১; তাফসীরে ইবনে কাছীর ৮/৩২০; ফাৎহুল কাদীর ৫/৪৬২ এবং অন্যান্য তাফসীর।)

ছাহাবীদের মাঝে লম্বা হাত বিশিষ্ট একজন ছাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে 'যুল ইয়াদাইন (ذُو الْيَدَيْنِ)' বা 'লম্বা হাতওয়ালা' বলে ডাকতেন।

(বুখারী হা/৪৮২; মুসলিম হা/৫৭৩; মিশকাতা হ/১০১৭।)

এর মাধ্যমে বোঝা যায়, প্রসিদ্ধ লক্কব বা উপনামে ডাকা দোষের নয়।

গীবত ও চোগলখোরীর মধ্যে পার্থক্য-

গীবত ও চোগলখুরির মধ্যে পার্থক্য এই যে, 'গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কিছু দোষ-ত্রুটির কথা বলা, যা বাস্তবেই তার মাঝে বিদ্যমান আছে' এবং চোগলখুরী হল পরস্পরের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একজনের কথা অরেকজনকে বলা। এটাকে নামীমাহ বা চোগলখুরী বলা হয়। অতএব যেখানে চোগলখুরি হয় সেখানে গীবত ও বিদ্যমান আছে।

কোরআন ও হাদিসে একে গীবতের চেয়েও মারাত্মক গুনাহ বলা হয়েছে। কারণ গীবতের মধ্যে খারাপ নিয়ত থাকে না। যার দোষ চর্চা করা হয় তার অনিষ্ট সাধনের নিয়ত থাকে না। পক্ষান্তরে চোগলখোরের মাঝে খারাপ নিয়ত থাকে। যার দোষ চর্চা করা হচ্ছে তার ক্ষতিসাধনের নিয়ত থাকে। নামীমাহ ধরনগত দিক থেকে গীবতের মতো হলেও ভয়াবহতার দিক দিয়ে এটা গীবতের চেয়েও মারাত্মক ও সমাজবিধ্বংসী কর্মকান্ড। কেননা চোগলখুরীর মাধ্যমে সমাজে বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ ও অশান্তির দাবানল জ্বলে ওঠে।

হাদীস শরীফে এসেছে। নবীজি ﷺ বলেছেন,

لَا يدْخل الْجنَّة قَتَّات

অর্থঃ চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদাব)

এবং কবরের আজাবের অন্যতম কারণ ও হল চুগলখোরী করা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا

অর্থঃ একদা রাসূল (সাঃ) মদীনা বা মক্কার কোন একটি বাগানের পাশদিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তথায় তিনি দু'জন এমন মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। রাসূল (সাঃ)) বললেন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে অথচ বড় কোন অপরাধের কারণে আজাব দেয়া হচ্ছে না। অতঃপর তিনি বললেন, তাদের একজন পেশাব করার সময় আড়াল করতনা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাত। এরপর নবী (সাঃ) একটি কাঁচা খেজুরের শাখা আনতে বললেন। অতঃপর উক্ত খেজুরের শাখাটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে রেখে দিলেন। রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কেন এরকম করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হয়ত খেজুরের শাখা দু'টি জীবিত থাকা পর্যন্ত তাদের কবরের আজাব হালকা করা হবে।(বুখারী)

আম্মার বিন ইয়াসির (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ

مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَار

অর্থঃযে ব্যক্তি দুনিয়াতে দু'জনের নিকট দু'রকম কথা বলবে, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে। (আবু দাউদ)

গীবতের শাস্তি-

গীবত বা পরনিন্দা হারাম এবং কবিরা গুনাহ। এটি একটি জঘন্যতম মহামারি। এটি সুদ বা জিনার চেয়েও বেশি মারাত্মক গুনাহ। এই পাপের মাধ্যমে বান্দার হক বা অধিকার নষ্ট হয়। কারণ গীবতের মাধ্যমে অন্যের সম্মান হানি করা হয় এবং তার মর্যাদার ওপর চরমভাবে আঘাত করা হয়, যা আল্লাহ প্রত্যেক মুসলিমের উপর হারাম করেছেন। এবং এই পাপের জন্য শুধু আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেই হবে না সেই বান্দার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। তাই গীবতের বিষয়ে মুসলিমদেরকে বেশি সতর্ক করা হয়েছে। গীবত কারি দুনিয়া এবং আখেরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
গীবতের পরিণাম ও ভয়াবহতা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :-

১. দুনিয়াবী পরিণাম :

(১) গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না

(২) গীবতকারীকে কেউ বিশ্বাস করে না, পছন্দ করে না, ভালবাসে না, মূল্যায়ন করে না এবং সবাই তাকে ঘৃণার চোখে দেখে।

(৩) গীবতের ফলে বিপদ ও বালা-মুসিবত নাযিল হয়। নিন্দাকারী অপমানিত ও লাঞ্চিত হয়।

(৪) গীবতকারী মুনাফিক ও ফাসিক হয়।

(৫) সূদ-ঘুষ ও যিনা-ব্যভিচারের চেয়েও ক্ষতিকর, ঈমান বিধ্বংসী ও নিকৃষ্ট পাপ হল গীবত।

(৬) রোজা অবস্থায় গীবত করলে রোজা মাকরুহ হয়ে যায়। এবং পুনরায় রোজা রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

(৭) গীবত বান্দার দ্বীনদারীকে ধ্বংস করে :

২. আখিরাতের পরিণাম :

গীবতকারী আখিরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে এবং রাসূল (সাঃ) তাঁর হাদিসে গীবতের শাস্তির বর্ণনা দিয়ে কঠোর ভাবে আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন।

(১) নেক আমল অন্যকে দিয়ে দেয়া হবে।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেকটি কাজের সুক্ষ হিসাব নেয়া হবে। গীবতের ক্ষেত্রেও কড়ায়গন্ডায় হিসাব নেয়া হবে, কোন ছাড় দেয়া হবে না। কারণ গীবত এমন একটি কবিরা গুনাহ যেটার জন্য বান্দা শুধু শাস্তিই পাবে না বরং তার কষ্টে অর্জিত নেক আমল গুলো মুছে ফেলা হবে। বান্দা যদি কারো নামে গীবত করে, তাহলে সে যেন তার নেক আমল গুলো নিজ হাতে ওই ব্যক্তিকে দিয়ে দিল। এবং যার গীবত করা হয়েছে তার পাপের বোঝা গীবতকারীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সেই গীবতকারী হয়ত সারা জীবনে একবারও সেই পাপ করেনি, তথাপি পরনিন্দার কারণে সেই পাপের ঘানি তাকে টানতে হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে। নবীজি ﷺ বলেছেন,

أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ- الـمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ - إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

‘তোমরা কি বলতে পার, নিঃস্ব কে? ছাহবীরা বললেন,‘আমাদের মধ্যে যার টাকা কড়ি ও আসবাপত্র নেই সেই তো নিঃস্ব। তখন তিনি বললেন,‘আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত নিঃস্ব, যে ব্যক্তি ক্বিয়ামতের দিন ছালাত, ছিয়াম ও যাকাতের আমল নিয়ে উপস্থিত হবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, একে হত্যা করেছে ও একে মেরেছে। এরপর

একে তার নেক আমল থেকে দেওয়া হবে। এরপর তার কাছে (পাওনাদারের) প্রাপ্য তার নেক আমল থেকে পূরণ করা না গেলে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। এরপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে'।

(মুসলিম হা/২৫৮১; মিশকাত হা/৫১২৭।)

এ বিষয়ে হাসান আল বসরী রাহিমাহুল্লাহর একটি শিক্ষনীয় ঘটনা রয়েছে, একদা হাসান আল বসরী রাহিমাহুল্লাহ জানতে পারলেন যে, এক ব্যক্তি তার গীবত করেছে। তিনি তার জন্য কিছু উপহার সামগ্রী পাঠালেন এবং বললেন তুমি আমার গীবত করে তোমার নেক আমল আমাকে দিয়ে দিয়েছে, তাই তোমার জন্য এই উপহার সামগ্রী পাঠালাম। (নুজহাতুল মাজালিস)

হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

إِيَّاكُمْ وَالْغِيبَةَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهِيَ أَسْرَعُ فِي الْحَسَنَاتِ مِنَ النَّارِ فِي الْحَطَبِ

'তোমরা গীবত থেকে সাবধান থাক। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আগুন যেভাবে কাঠ পুড়িয়ে দেয় তার চেয়েও দ্রুতগতিতে গীবত নেক আমল নিঃশেষ করে দেয়'।

কেয়ামতের দিন কোন ব্যক্তি তার আমলনামায় তার কোন নেক আমল লিপিবদ্ধ না দেখে জিজ্ঞেস করবে, হে আল্লাহ! আমি তো পৃথিবীর জীবনে এই এই নেক কাজ করেছি অথচ তা আমার আমলনামায় দেখতে পাচ্ছি না। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি অমুক অমুক লোকের গীবত করেছ তাই তোমার আমলনামা থেকে তা বাদ দিয়ে তুমি যার গীবত করেছ তার আমলনামায় দিয়ে দেয়া হয়েছে। (তারগীব তারহীব)

সহজ কথায় আমরা যদি গীবতের মাধ্যমে হোক বা অন্য কোন মাধ্যমে হোক অপর মুসলিমের অধিকার নষ্ট করি, তবে ক্বিয়ামতের দিন আমাদের সম্পাদিত নেক আমলের নেকীগুলো তাদেরকে দিয়ে দিতে হবে।

(২) মৃত মানুষের গোশত খেতে বলা হবে।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ গীবত করাকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ

অর্থঃ মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ। এবং গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তারা মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুতঃ তোমরা তো একে ঘৃণাই কর।

আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ

من أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال كله كما أكلته حيا فيأكله و يكلح ويصيح

অর্থঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে, (গীবত করবে) কিয়ামতের দিন গীবতকারীর সামনে গীবতকৃত ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় উপস্থিত করা হবে এবং বলা হবে তুমি মৃত অবস্থায় তার গোশত ভক্ষণ কর যেমনভাবে জীবিতাবস্থায় তার গোশত ভক্ষণ করতে। অতঃপর সে অতি অনিচ্ছা সত্বেও চিৎকার করতে করতে তা ভক্ষণ করবে। (বুখারী)

(৩) গীবতকারী কবরে শাস্তি পাবে।

মৃত্যুর পর কবর থেকেই গীবতকারীর পরকালীন শাস্তি শুরু হয়ে যায়।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا

অর্থঃ একদা রাসূল (সাঃ) মদীনা বা মক্কার কোন একটি বাগানের পাশদিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তথায় তিনি দু'জন এমন মানুষের আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। রাসূল (সাঃ)) বললেন, তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে অথচ বড় কোন অপরাধের কারণে আজাব দেয়া হচ্ছে না। অতঃপর তিনি বললেন, তাদের একজন পেশাব করার সময় আড়াল করতনা। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগাত (অর্থাৎ গীবত করত)। এরপর নবী (সাঃ) একটি কাঁচা খেজুরের শাখা আনতে বললেন। অতঃপর উক্ত খেজুরের শাখাটিকে দু'ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক কবরের উপর একটি করে রেখে দিলেন। রাসূল (সাঃ)কে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কেন এরকম করলেন? উত্তরে তিনি বললেন, হয়ত খেজুরের শাখা দু'টি জীবিত থাকা পর্যন্ত তাদের কবরের আজাব হালকা করা হবে।(বুখারী)

ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ: ثُلُثٌ مِنَ الْغِيبَةِ، وَثُلُثٌ مِنَ الْبَوْلِ، وَثُلُثٌ مِنَ النَّمِيمَةِ

অর্থঃ ‘কবরের আযাব তিন ভাগে বিভক্ত : এক-তৃতীয়ংশ গীবতের কারণে, এক-তৃতীয়াংশ পেশাব থেকে সতর্ক না থাকার কারণে আর এক-তৃতীয়াংশ চোগলখুরীর কারণে হবে’। (ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির আন-ইক্বতিরাফিল কাবায়ির, ২/১৮; ইবনু আবীদ্দুনইয়া, আছ-ছামত, পৃ. ১২৯।)

(৪) জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

বান্দার জন্য জান্নাতে প্রবেশের পথে সবচেয়ে শেষ এবং বড় বাধা হয়ে দাঁড়াবে গীবত বা অন্যের হক নষ্ট করার গুনাহ। গীবতকারী মুসলিম যদি গীবত থেকে তওবা না করে মারা যায়, তবে তিনি প্রথম সুযোগে জান্নাতে যেতে পারবে না। বরং তাকে গীবতের শাস্তি পাওয়ার জন্য প্রথমে জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। জান্নাতে প্রবেশের পূর্বেই গীবত করার কারণে বান্দা যার হক নষ্ট করেছে তাকে তার আমলনামা থেকে নেক আমল দিয়ে দেয়া হবে।

ইবনে মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، حَبَسَهُ اللهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

অর্থঃ 'যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে অপমান করার উদ্দেশ্যে তাকে দোষারোপ করবে, মহান আল্লাহ তাকে জাহান্নামের সেতুর উপরে আটক করবেন, যতক্ষণ না তার কৃত কর্মের ক্ষতিপূরণ হয়'। (আবূদাঊদ হা/৪৮৮৩, সনদ হাসান।)

সুতরাং গীবতকারী গীবতের জন্য শাস্তি না পাওয়া জান্নাতে প্রবেশাধিকার থেকে সে বঞ্চিত হবে।

(৫) জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ।

বান্দা গীবত করার মাধ্যমে অন্যের সম্মানে আঘাত হানে এবং তার হক নষ্ট করে। যার কারণে গীবতকারী ব্যক্তির সকল নেক আমল যার গীবত করা হয়েছে তাকে দিয়ে দেয়া হবে। নিজের নেকীগুলো অন্যকে দিয়ে যখন গীবতকারী দেওলিয়া হয়ে যাবে, তখন তার জন্য শাস্তি অবধারিত হয়ে যাবে। এছাড়াও গীবতের জন্য কবরেই শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। গীবতকারী ব্যক্তির গুনাহের পরিমাণ যদি এত বেশি হয়ে থাকে যে কবরের শাস্তি সেই গুনাহ মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট হয়নি, তাহলে তাকে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেনঃ

لما عرجَ بِي ربِّي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ وجوهَهم وصدورهم فَقُلْتُ : مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ

অর্থঃ'যখন আমার রব (মি'রাজের রাতে) আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকেদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ ছিল তামা দিয়ে তৈরি। তারা সেসব নখ দিয়ে তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল (আঃ) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা (গীবত করার মাধ্যমে) মানুষের গোশত খায় এবং মানুষের মান-সম্মানে আঘাত হানে'। (আবূদাঊদ হা/৪৮৭৮; মিশকাত হা/৫০৪৬, সনদ ছহীহ।)

আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ

من أكل لحم أخيه فى الدنيا قرب له يوم القيامة فيقال كله كما أكلته حيا فيأكله و يكلح ويصيح

অর্থঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে তার ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে, (গীবত করবে) কিয়ামতের দিন গীবতকারীর সামনে গীবতকৃত ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় উপস্থিত করা হবে এবং বলা হবে তুমি মৃত অবস্থায় তার গোশত ভক্ষণ কর যেমনভাবে জীবিতাবস্থায় তার গোশত ভক্ষণ করতে। অতঃপর সে অতি অনিচ্ছা সত্বেও চিৎকার করতে করতে তা ভক্ষণ করবে। (বুখারী)

গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়ে উত্তম-

গীবত পরিহার করে চলা অন্যান্য ইবাদতের চেয়েও উত্তম কাজ। কেননা শুধু নামাজ রোজা বা অন্যান্য ইবাদত পরিত্যাগ করলে শুধু আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করা হবে। কিন্তু গীবতের বেলায় আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার সাথে বান্দার অধিকারও নষ্ট করা

হয়। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে গুনাহগার বান্দা দুহাত তুলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অসীম করুণাময়। কিন্তু গীবত এমন একটি পাপাচার যার জন্য শুধু আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইলেই বান্দা সেই পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। বরং যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। কারণ সে গীবত করে উক্ত ব্যক্তির সম্মানে আঘাত হেনে তার হক নষ্ট করেছে।

কোন কোন তাবিই বলেছেন, আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের লক্ষ্য করেছি যে, তারা গীবত পরিহার করাকে নামাজ রোজার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত মনে করতেন। (ইহইয়া উলুমিদ্দীন)

এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি প্রচুর ইবাদত করে আবার প্রচুর পাপাচারেও লিপ্ত থাকে এবং অপর ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং পাপাচারেও কম লিপ্ত হয় এদের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কম ইবাদত করে এবং কম পাপ করে।
(তামবীহুল গাফিলীন)

কেননা অধিক পাপাচারের লিপ্ত ব্যক্তি অধিক পরিমাণে শাস্তি ভোগ করবে আর যদি তার সেই পাপাচারের মধ্যে গীবতের মতো জঘন্য অপরাধ যুক্ত থাকে তাহলে তার কষ্টে অর্জিত আমলগুলোও অন্যকে দিয়ে দিতে হবে এবং সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়ে যাবে। অন্যদিকে কম পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তি কম শাস্তি পাবে এবং তার পাপাচারের মধ্যে গীবত না থাকলে তার সেই স্বল্প ইবাদত গুলো তার নিকটেই থেকে যাবে এবং সেগুলোই তাকে জান্নাত পর্যন্ত নিয়ে যাবে। তাই অবশ্যই গীবত পরিহার ইবাদতের চেয়েও উত্তম কাজ।

গীবতের কাফফারা-

আমাদের সমাজে গীবত একটি মহামারি আকার ধারণ করেছে। বর্তমানে ভালো খারাপ প্রতিটি ব্যক্তির মাধ্যমেই গিবতের মতো জঘন্য অপরাধ খুব সহজেই হয়ে চলছে। অনেকে আছে যারা গীবত করার পরেও সামান্য পরিমাণও অনুশোচনা বোধ করে না। আবার অনেকে এটাকে বড় কোন পাপ বলেও মনে করে না। নিঃসন্দেহে তারা কুফুরি করছে। আবার অনেকেই আছে যারা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গীবত করে ফেলে এবং পরক্ষণেই অনুতপ্ত হয়। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বনের পরেও যদি গীবত হয়ে যায় এবং সে ব্যক্তি বুঝতে পারে যে সে ভুল করেছে তাহলে সে ক্ষেত্রে তাকে গীবতের কাফফারা আদায় করতে হবে।

উলামায়ে কেরামের মতে পাঁচটি কাজ করলে গীবতের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

১. ইস্তেগফার করতে হবে :

গীবত হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। নিজের কৃতকর্মের জন্য চরমভাবে লজ্জিত হতে হবে, অনুতপ্ত হতে হবে। এবং সে পাপ থেকে সরে আশার পাশাপাশি ভবিষ্যতে যাতে এরকম কাজ আর না হয় সেজন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞা করতে হবে। একদিন যে পরিমাণ গীবত হয় তারপরের দিন তার চাইতে যেন কম হয় সে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এভাবে প্রতিদিন একটু একটু করে নিজেকে ভালোর দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালাতে হবে।

২.যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট ক্ষমা চাওয়া :

গীবত করার কারণে যেহেতু বান্দার হক নষ্ট হয় তাই অবশ্যই সেই বান্দার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। একটি হাদিসে রয়েছে,

আবুবকর ও ওমর (রাঃ) একবার নিজেদের মধ্যে তাদের এক খাদেমের অনুপস্থিতিতে তার অধিক ঘুমানোর ব্যাপারে আলোচনা করেন। সামান্য এই গীবতের কারণে রাসূল (ছাঃ) পরে তাদেরকে বললেন যে, আমি তোমাদের উভয়ের দাঁতের মধ্যে তার গোশত দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তাঁরা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি তাঁদেরকে তাদের খাদেমের নিকটে ক্ষমা চাইতে বলেন (সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৮)।

তাই যার গীবত করা হয়েছে তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে, যেমন এভাবে বলা যে কখনো হয়তো আপনার কোন গীবত করে ফেলেছি, আপনার বিষয়ে কখনো হয়তো কোন কটু কথা বলে ফেলেছি অথবা আপনার সমালোচনা করে ফেলেছি, আমাকে মাফ করে দিয়েন। তবে সরাসরি ক্ষমা চাইতে গেলে যদি ফিৎনা সৃষ্টি হয়,

অথবা সম্পর্ক নষ্ট হয়, ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয় তাহলে ক্ষমা চাওয়া জরুরী নয়। তবে এরকম আশঙ্কা না থাকলে অবশ্যই ক্ষমা চাওয়া উচিত।

৩. যার গীবত করা হয়েছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা :

কোন ব্যক্তির গীবত করা হলে তার কাফফারা হিসেবে অবশ্যই সেই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

হাদিস শরিফে এসেছে, হজরত উম্মু দারদা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলতেন,

এক মুসলমান যখন অপর মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দোয়া করে তখন তা কবুল করা হয়। তার মাথার কাছে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দেওয়া হয়। যখনই

সে অপর মুসলমানের জন্য কল্যাণের দোয়া করে তখনই সেই ফেরেশতা বলে, আমীন, তোমাকেও যেন অনুরূপ দান করা হয়। -(সহিহ মুসলিম, হাদিস: ৮৬)

তাই আপনি যখন আপনার সেই ভাইয়ের জন্য এভাবে দোয়া করবেন যে, হে আল্লাহ আমি তার গীবত করে ফেলেছি আপনি তাকে মাফ করে দিন। তাকে যখন মাফ করার দোয়া করবেন আল্লাহর ফেরেশতা আপনাকে মাফ করার জন্য দোয়া করবেন।
সুতরাং গীবত করে ফেললে সেই বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে গীবতের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

৪. যে স্থানে তার গীবত করা হয়েছে সেখানে তার প্রশংসা করা :

কোন মজলিসে থাকা অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তির গীবত করা হলে সাথে সাথেই যদি বোধোদয় হয় যে গীবত করে ফেলেছে তাহলে তৎক্ষণাৎ ওই ব্যক্তির প্রশংসা শুরু করে দিলে গীবতের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে। অর্থাৎ যে স্থানে তার কুৎসা রটনা করা হয়েছে সেখানে তার ভালো দিকগুলো আলোচনা করে প্রশংসা করতে হবে। এভাবে অনেকটা ক্ষতিপূরণ আদায় হয়ে যাবে।

কারণ আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থঃ “নিশ্চয়ই ভালো কাজগুলো মন্দ কাজ গুলোর ক্ষতিপূরণের ভূমিকা রাখে”
(সূরা হুদ- ১১: ১১৪)

সুতরাং যেখানে অন্য কোন ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে সেখানে তার প্রশংসা করে নেওয়ার মাধ্যমে গীবতের কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

৫.মজলিস থেকে ওঠার দোয়া করা :

যে মজলিসে গীবত করা হয়েছে সেখানে থাকা অবস্থায় যদি আমাদের বোধয় হয় যে আমরা গীবত বা অন্য কোন গুনাহ করে ফেলেছি তাহলে মজলিস থেকে ওঠার যে দোয়া আছে কাফফারাতুল মজলিস, সেটা পাঠ করা।

হাদিস শরীফে এসেছে, আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ فَكَثُرَ فِيهِ لَغَطُهُ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ وَعَائِشَةَ . قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلٍ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

অর্থঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: “যে লোক মজলিসে বসে প্রয়োজন ছাড়া অনেক কথা-বার্তা বলেছে, সে উক্ত মাজলিস হতে উঠে যাওয়ার আগে যদি বলে: "হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বূদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি’ , তাহলে উক্ত মজলিসে তার যে অপরাধ হয়েছিলো তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।” (সহীহ: মিশকাত (হা: ২৪৩৩)।

সুতরাং কোন মজলিস থেকে ওঠার সময় এই দোয়াটি পাঠ করা হলে সে মজলিসে কোন অপরাধ করা হলে আল্লাহ তা মাফ করে দিবেন তবে বড় কোনো গুনাহ হয়ে গেলে তার জন্য তওবা করতে হবে।

সুতরাং সতর্কতা অবলম্বনের পরেও যদি আমাদের মাধ্যমে গীবত হয়ে যায়, তাহলে উক্ত কাজগুলো করার মাধ্যমে আমরা গীবতের কাফফারা আদায় করতে পারব এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারবো।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়-

গীবতের মত এমন একটি ভয়াবহ অপরাধ থেকে বেঁচে থাকা বর্তমান সমাজে খুবই কঠিন। কারণ আমাদের সমাজে গীবত একটি ব্যাধির মতো সাংঘাতিক আঁকার ধারণ করেছে। সামান্য চেষ্টায় কেউ এরকম একটি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না, কারণ বর্তমানে প্রত্যেকটা মজলিসের আলোচনাই চলে অন্যকে নিয়ে। এভাবে আমরা নিত্যদিন গীবত করার মাধ্যমে আমাদের অতি আদরের দেহটাকে আগুনের খোরাক বানাচ্ছি। তাই কিয়ামতের মাঠে নিঃস্ব হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আমাদের জীবদ্দশায় গীবত থেকে বাঁচার জন্য কঠোর চেষ্টা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের দেখানো পদ্ধতি মেনে চললে আমরা গীবত থেকে বেঁচে থাকতে পারবো। এখানে আমরা কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি-

১. জিহবার হেফাযত করাঃ

গীবত সংঘটিত হওয়ার মূল মাধ্যমই হচ্ছে জিহবা। তাছাড়া জিহবা আমাদেরকে শুধু গীবতই না আরো বহু পাপের পথে নিয়ে যায়। তাই প্রয়োজনীয় কথা বলা ছাড়া মুখটাকে বন্ধ রাখতে পারলে নানা পাপ থেকে রেহাই পাওয়া যায়। তাছাড়া ক্ষেত্র বিশেষে চুপ থাকাও ইবাদতে পরিণতি হতে পারে।

অর্থাৎ জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে এই জিহবাই আমাদেরকে জাহান্নামের পথে পথে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا سَبْعِينَ خَرِيفًا فِي النَّارِ

অর্থ: ‘মানুষ কখনো এমন কথাও বলে, যে কথার ব্যাপারে সে অসুবিধার কিছু মনে করে না, অথচ এই কথার কারণে তাকে সত্তর বছর জাহান্নামে অবস্থান করতে হবে’। (তিরমিযী হা/২৩১৪; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭০, সনদ ছহীহ।)

‘আবদুল্লাহ্ ইব্নু ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত: আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ করেন,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ

অর্থ: “সে-ই মুসলিম, যার জিহবা ও হাত হতে সকল মুসলিম নিরাপদ এবং সে-ই প্রকৃত মুহাজির, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা যে ত্যাগ করে।” (বুখারি-১০)

সাহ্ল ইব্নু সা‘দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ

مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ "

অর্থ: “যে ব্যক্তি তার দু’চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দু’রানের মাঝখানের বস্তু (লজ্জাস্থান) এর জামানত আমাকে দিবে, আমি তাঁর জান্নাতের যিম্মাদার।” (বুখারি-৬৪৭৪)

উক্ববাহ ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, ‘হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! নাজাতের উপায় কি? তিনি বললেন,

يَا عُقْبَةُ، أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ،

অর্থ: ‘হে উক্ববাহ! তুমি নিজ জিহবাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর প্রশস্ত রাখ (অর্থাৎ অবসরে নিজ গৃহে অবস্থান কর)। আর নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন কর’।

(তাবারাণী, আল-মু‘জামুল কাবীর হা/৭৪১; ছহীহুত তারগীব হা/২৭৪১, সনদ ছহীহ লিগাইরিহী।)

চুপ থাকার বিষয়ে হাদিসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ،

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে’। (বুখারী হা/৬১৩৬; মুসলিম হা/৪৭; মিশকাত হা/৪২৪৩।)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّكَ لَنْ تَزَالَ سَالِمًا مَا سَكَتَّ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ،َ,

অর্থ: ‘তুমি যতক্ষণ চুপ থাকবে, ততক্ষণ নিরাপদ থাকবে। আর যখন কথা বলবে, তখন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে (হিসাব) লেখা শুরু হবে’।

(মাজমা‘উয যাওয়ায়েদ হা/১৮১৫৬; ছহীহুত তারগীব হা/২৮৬৬, সনদ হাসান।)

যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন হাদীছে জিহবা সংযত করার ব্যাপারে জোরালো নির্দেশ দিয়েছেন, তাই জিহবার নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমেই আমরা নাজাত পাবো এবং গীবতের মতো ভয়াবহ গুনাহ করা থেকে বেঁচে যাবে।

২. জিহবাকে আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত রাখাঃ

জিহবাকে আল্লাহর জিকিরে মশগুল রাখার মাধ্যমে বান্দা অনেক বেশি উপকৃত হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি উপকার হয় এটা যে, তার দ্বারা গীবত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘আল্লাহর যিকরের মাধ্যমে গীবত, চোগলখুরী, মিথ্যা ও অশ্লীলতার মতো গর্হিত কথাবার্তা থেকে জিহবাকে মুক্ত রাখা যায়।

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:
তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّه" وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّه" مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ

অর্থঃ যে তার প্রতিপালকের যিক্‌র করে, আর যে যিক্‌র করে না, তাদের উপমা হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তি। [মুসলিম ৬/২৯, হাঃ ৭৭৯]

ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ) বলেছেন,
الْمَحْبُوسُ مَنْ حُبِسَ قَلْبُهُ عَنْ رَبِّهِ تعالى، وَالْمَأْسُورُ مَنْ أَسَرَهُ هَوَاه ،ُ
অর্থঃ ‘প্রকৃত কয়েদী তো সেই ব্যক্তি, যার অন্তর মহান রবের স্মরণ থেকে বন্দী হয়ে গেছে। প্রকৃত বন্দী তো সেই ব্যক্তি, যাকে তার প্রবৃত্তি বন্দী করে ফেলেছে’।
(ইবনে তাইমিয়াহ, আল-মুস্তাদরাক ‘আলা মাজমূ‘ইল ফাতাওয়া, ১/১৫৪।)

সুতরাং বান্দা যদি যিকরের ফজিলত সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং নিজের জিহ্বাকে আল্লাহর যিকরে ব্যস্ত রাখতে পারে, তবে সে অন্যায় কথাবার্তা এবং গীবত থেকে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রাখতে পারবে।

৩. গীবতের পরিণাম সম্পর্কে অবগত হওয়া :

গীবত থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই এর পরিণাম এবং ভয়াহতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যরূরী। কোন ব্যক্তি যদি এটা নাই জানে যে গীবতকে জিনা ব্যভিচার এবং সুদের থেকেও মারাত্মক গুনাহ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তাহলে তার মধ্যে এই বোধোদয় কাজ করবে না যে আমাকে এই ভয়াবহ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে।
তাছাড়া দুনিয়া এবং আখিরাতে গীবতের শাস্তি এবং এর পরিণাম সম্পর্কে না জানা থাকলে যে কেউই অবলীলায় এই পাপে জড়িয়ে যাবে এবং তার মধ্যে শাস্তি পাওয়ার কোন ভয়ও কাজ করবে না। গীবত কারী ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে জ্ঞান রাখে যে, যার

দোষ-চর্চা করা হয়, ক্বিয়ামতের দিন তাকে নিজের কষ্টার্জিত আমলের নেকী ও সাওয়াব বাধ্য হয়ে দিয়ে দিতে হবে। আর যদি নিজের নেকী দিতে দিতে শেষ হয়ে যায়, তবে সেই ব্যক্তির পাপের বোঝা গীবতকারীর উপরে চাঁপিয়ে দেওয়া হবে এবং তাকে উল্টোমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এসব বিষয় কেউ অবহিত হলে তার জন্য গীবত পরিহার করা অনেকটা সহজ হবে।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন,

عَلَيْكُمْ بِذِكْرِ اللهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ، وَإِيَّاكُمْ وَذِكْرَ النَّاسِ فَإِنَّهُ دَاءٌ

অর্থঃ 'তোমরা আল্লাহর যিক্রে নিমগ্ন থাক, কেননা এটা (অন্তরের) প্রতিষেধক। আর অবশ্যই মানুষের দোষ চর্চা করা থেকে সাবধান থাকবে, কেননা এটা একটা রোগ'।

সুতরাং গীবত থেকে সবাইকে বেঁচে থাকতে হবে কেননা তা আমল বিনষ্টকারী ব্যাধি। যেমন আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেছেন,

فر من المغتاب فرارك من الأسد،

অর্থঃ 'তুমি বাঘ থেকে যেভাবে পলায়ণ কর, গীবতকারী থেকে সেভাবে পালিয়ে যাও'।

৪. অন্যের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করা এবং নিজের ত্রুটির দিকে মনোনিবেশ করা:

মানুষ মাত্রই দোষ-ত্রুটি বিদ্যমান। নবী রাসূলগণ ব্যতীত আর কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছু না কিছু দোষ ত্রুটি অবশ্যই রয়েছে।

তবে কারোটা প্রকাশ পায়, কারোটা পায় না। কিন্তু আমাদের উচিত নিজের কৃতকর্মের কথা স্মরণ কর। কারণ অপরের কৃতকর্মের কারণে আমাকে দায়ী করা হবে না এবং অন্যের জন্য আমাকে শাস্তিও দেয়া হবে না, কিন্তু আমি যদি অন্যের কৃতকর্ম নিয়ে বেশি চিন্তিত হই এবং নিজের বিষয়ে উদাসীন থাকি তাহলে অবশ্যই আমি শাস্তিযোগ্য হবে।

তাছাড়া অন্যের দোষ খুঁজে বের করা এবং তা সবাইকে বলে বেড়ানোর বিষয়ে আল্লাহর রাসুল আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন।

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ستر عورة اخيه المسلم ستره الله عورته يوم القيمة و من كشف عورة اخيه المئومن كشف الله عورته * (غيبة و برنندة)

অর্থঃ "রাসুল (সঃ) বলেন- যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ গোপন রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। যে তার মুমিন ভাইয়ের দোষ প্রচার করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহও তার দোষ প্রচার করবেন"

তাই মানুষের দোষ-ক্রুটি যথাসম্ভব না জানারই চেষ্টা করা উচিত। কারণ কারো ক্রুটি-বিচ্যুতি জানলেই সেটা অপরকে বলে ফেলার ক্ষেত্র তৈরী হয়। তাই অন্যের দোষ ক্রুটি সামনে আসলেও তা উপেক্ষা করে চলা জরুরি।

আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন,

إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْكُرَ عُيُوبَ صَاحِبِكَ فَاذْكُرْ عُيُوبَكَ

অর্থঃ 'যদি তোমার বন্ধুর ক্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে করতে চাও, তবে নিজের দোষ-ক্রুটির কথা স্মরণ কর'। (ইবনু হাজার হায়তামী, আয-যাওয়াজির ২/১৮।)

অপরের ভুল-ক্রুটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের ক্রুটি-বিচ্যুতির দিকে মনোনিবেশ করতে পারা আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন,

'আল্লাহ যখন বান্দাকে পাপের লাঞ্ছনা থেকে আনুগত্যের সম্মানের দিকে বের করে আনতে চান, তখন নির্জনতায় তাকে ঘনিষ্ঠ করে নেন, অল্পেতুষ্ট রাখার মাধ্যমে তাকে সম্মানিত করেন এবং নিজের দোষ-ক্রুটির দিকেই তার দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখেন। যাকে এই গুণ দেওয়া হয়েছে, তাকে যেন দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করা হয়েছে'। (ইবনুল মুফলিহ, আল-আদাবুশ শার'ইয়াহ, ১/২২৬।)

৫. গীবতকারীদের মজলিস পরিত্যাগ করা :

গীবত থেকে বাঁচার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল যে স্থানে বা মজলিসে গীবত করা হয় সেই স্থান বা মজলিস পরিত্যাগ করা এবং যাদের দ্বারা অধিক গীবত হয়ে থাকে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা। কেননা গীবতে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কাজ করে পরিবেশ ও সঙ্গ। অনেক সময় আমরা এরকম মজলিসে অবস্থান করি যেখানে বিভিন্ন গল্প বা আলোচনার মধ্যে হঠাৎ করেই অন্যের দোষ ত্রুটির প্রসঙ্গ চলে আসে এবং আমাদেরকে বাধ্য হয়ে সেটা শুনতে হয়, যদিও গীবত করা এবং শোনা একই রকম অপরাধ। তাই আমরা যদি সেই মজলিসে থাকা মানুষদের কে এ বিষয়ে সতর্ক করতে না পারি তাহলে অবশ্যই নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে সেই মজলিস পরিত্যাগ করতে হবে।

কারণ আমাদের সমাজে এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে অন্যের গীবত করা থেকে বারণ করা হলে তখন তারা বলে, আমি হুবহু কথাটি তার সামনেও বলতে পারবো। তাকে আমি এতটুকুও ভয় পাই না। অর্থাৎ তারা এটাকে কোন ভয়াবহ গুনাহ ভাবতে নারাজ এবং এটার পরিণাম সম্পর্কেও বেখেয়াল। তাই তাদের মজলিসে গীবতের আলোচনা হওয়া স্বাভাবিক।

এ বিষয়ে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা রয়েছে,

আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) মসজিদে ছালাত আদায় করার পরে কারো সাথে কোন গল্প করতেন না। সোজা বাড়িতে চলে যেতেন। একদিন শাক্বীফ ইবনে ইবরাহীম বলখী (রহঃ) তাকে বললেন, 'আচ্ছা! আপনি তো আমাদের সাথেই ছালাত আদায় করেন, কিন্তু আমাদের সাথে বসেন না কেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ছাহাবী ও তাবেঈদের সাথে বসে কথা বলি'। আমরা বললাম, 'ছাহাবী-তাবেঈদের আপনি কোথায় পেলেন'? তিনি বললেন, 'আমি ফিরে গিয়ে ইলম চর্চায় মনোনিবেশ করি। তখন তাদের কথা ও কর্মের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তোমাদের সাথে বসে আমি কি

করব? তোমরা তো একত্রে বসলেই মানুষের গীবত করা শুরু করে দাও'।(খত্বীব বাগদাদী, তাকয়ীদুল ইলম, পৃ. ১২৬; ছিফাতুছ ছাফওয়াহ ৩/৩২৪।)

খালীদ রাবা'ঈ (রহঃ) বলেন, একদিন আমি মসজিদে বসেছিলাম। এসময় লোকজন এক ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। আমি তাদের নিষেধ করলে তারা অন্য আলোচনা শুরু করল। তারপর তারা আবার পরনিন্দা শুরু করে দিল। এবার আমিও তাদের সাথে কিছুটা শরীক হ'লাম। ঐ রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, বিরাট লম্বা এক কৃষ্ণকায় লোক আমার কাছে আসল। তার হাতে শূকরের গোশত ভরা একটি বাটি। সে আমাকে বলল, খাও! আমি বললাম, শূকরের গোশত? আল্লাহর কসম! আমি কিছুতেই এগুলো খাব না। তখন সে আমাকে ভয়ানক ধমক দিয়ে বলল, তুমি তো এর চেয়েও খারাপ গোশত খেয়েছ। তারপর সে গোশতগুলো আমার মুখে চেপে ধরল। এমন সময় আমি ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলাম। খালীদ রাবা'ঈ বলেন,
'আল্লাহর কসম! এরপর থেকে ত্রিশ বা চল্লিশ দিন পর্যন্ত আমি কিছু খেলেই মুখে সেই শূকরের গোশতের দুর্গন্ধ অনুভূত হ'ত'। (ইবনুল আহনাফ ইয়ামানী, বুস্তানুল কুরআন ফী ই'রাবি মুশকিলাতিল কুরআন ৩/১২৮।)

সুতরাং কোন মজলিসে হঠাৎ করে গীবত শুরু হয়ে গেলে সেই আলোচনার মোড় পাল্টে দিতে হবে এবং তা সম্ভব না হলে উক্ত মজলিস পরিত্যাগ করতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে, গীবত থেকে নিজের জিহবাকে হেফাযত করা খুবই কঠিন, কেননা বান্দা নিজের অজান্তেই গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। এটা সহজসাধ্য নয়; বরং জিহবার হেফাযত ত্যাগ ও সাধনার ব্যাপার।
মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে' (রহঃ) বলেন,
حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم،
অর্থঃ 'দীনার-দিরহাম সংরক্ষণের চেয়ে জিহবার হেফাযত করা অত্যন্ত কঠিন'।
(গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ৩/১১১।)

এই কঠিন ব্যাপারটি আল্লাহর সহযোগিতা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই গীবত সহ জিহবার যাবতীয় পাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহর তাওফীক্ব কামনা করতে হবে এবং তাঁর দরবারে দোআ করতে হবে।

এ পর্যন্ত আমরা কোরআন ও হাদিসের মাধ্যমে গীবত কাকে বলে এবং গীবতের ভয়াবহতা ও পরিনাম সম্পর্কে জেনেছি। তার সাথে এই মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য কি কি করনীয় সেটাও আমরা দেখেছি। এক্ষেত্রে সালাফদের জীবন নিয়ে বেশি করে অধ্যয়ন করলে আমরা জানতে পারবো যে, তারা কিভাবে গীবত থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এবং আমরা যদি সে অনুযায়ী তাদেরকে অনুসরণ করতে পারি তাহলে আমরাও গীবত থেকে বাঁচতে পারব ইনশাআল্লাহ।